NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ ভোট পরিষেবাকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে অ্যাপের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই

ড্রোন-ডেলিভারি, সুন্দরবনের টাটকা মাছ শহরে ছুটবে আকাশপথে! ২

কলকাতা ৪ জানুয়ারি ২০২৬ ১৯ পৌষ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.01.2026, Vol.19, Issue No. 201, 8 Pages, Price 3.00

বালিতে পেশ ইডি চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বালি পাচার কেলেঙ্কারির ঘটনার সঙ্গে জড়িত ১৪টি সংস্থার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি। অভিযোগ, এই কেলেঙ্কারিতে অন্তত ১৪৫ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

অরুণ শরাফ-সহ অন্য অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিল ইডি। শনিবার মোট ১৪টি সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কশালে ইডির বিশেষ আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। ইডির দাবি, ১৪৫ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। জিডি মাইনিং-সহ ১৪টি সংস্থার মাধ্যমে এই টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরানোর অভিযোগ মিলেছে বলে দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি সূত্রে জানা যায়, সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম জিডি মাইনিং-এর কর্ণধার অরুণ শরাফ, যিনি ৬ নভেম্বর গ্রেপ্তার হন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ,' সব ধরনের জালিয়াতি করা হয়েছে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছে।'

চার্জশিটে বলা হয়েছে, অরুণের সংস্থা-সহ অন্যান্য সংস্থা সরকারি নিয়ম অমান্য করে বালি উত্তোলন, পরিবহণ ও বিক্রির মাধ্যমে বিপুল লাভ হাতিয়ে নিয়েছে। সরকারি তহবিলে কেলেঙ্কারি তদন্তে উঠে এসেছে, প্রায় ৭৯ কোটি টাকা সরকারি তহবিল আত্মসাৎ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার কথা ছিল ১৩০ কোটি টাকা, কিন্তু বাস্তবে জমা পড়েছে মাত্র ১০৩ কোটি।

তদন্তকারীদের দাবি, বালি তোলার ক্ষেত্রে যে লরিকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, সেই গাড়ির নম্বর দিতে হতো। কিন্তু অভিযোগ, একই নম্বর ব্যবহার করেই একাধিক লরিতে চলত এই বালি পাচার। কার্যত অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রশাসনের বোঝার বাইরে ছিল। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হত, অনুমতি পাওয়া লরিই বালি তুলছে। কিন্তু সেই নম্বরকে ব্যবহার করে আদতে একাধিক লরিকে ব্যবহার করেই চলত এই বালির দুর্নীতি। এখানেই শেষ নয়, বালি তোলার ক্ষেত্রে অনুমতি পত্রে কিউআর কোড দেওয়া হত। অভিযোগ, সেই কিউআর কোডকেও জাল করা হত।

আক্রান্ত পুলিশ

■ জমিতে বেআইনি নির্মাণ রুখতে গিয়ে ন্যাজাটে 'আক্রান্ত' পুলিশ। ইট-পাটকেলের আঘাতে আহত বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী! ভাঙচুর চালানো হয়েছে পুলিশের গাড়িতেও। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি বয়ারমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ আরও বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

হঠাৎই বদলাল মৌসম, বেনজির 'ঘর ওয়াপসি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে গিয়েছিলেন ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে। সাত বছর পর সেই জানুয়ারি মাসেই তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে ফিরলেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নূর। শনিবার তিনি দিল্লির ২৪ নম্বর আকবর রোডে কংগ্রেস দপ্তরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুরনো দলে যোগ দিলেন।

মৌসমের যোগদান কর্মসূচিতে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মির, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং মালদহ উত্তরের কংগ্রেস সাংসদ তথা সম্পর্কে মৌসমের দাদা ইশা খান চৌধুরী। মৌসম কংগ্রেসে ফিরে আসার পর সাংবাদিক বৈঠকে ইশা বলেন, 'ওঁর রক্তে কংগ্রেস রয়েছে। অন্য দলে যাওয়ার ফলে আমাদের পরিবারের মধ্যেও বিভাজন তৈরি হয়েছিল। আজকে সব বিভাজন ঘুচে গেল।' দলের প্রতি অভিমান, একরাশ ক্ষোভ এবং দলের সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব কমে আসায় তৃণমূল ছেড়েছেন বলে মৌসম জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মৌসম নূর স্পষ্ট করেন, 'মালদহে গনিখান চৌধুরীর ঐতিহ্যকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করতেই কংগ্রেসে ফিরেছি।' ইতিমধ্যেই তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন মৌসম। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যসভার সাংসদপদ থেকেও ইস্তফা দেবেন। আগামী সোমবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের দপ্তরে সেই চিঠি জমা দিতে যাবেন তিনি।

রাজ্যসভায় মৌসমের মেয়াদ আর কয়েক মাস। কিন্তু তার আগেই সেই পদ ছেড়ে দিতে চলেছেন তিনি। মৌসম বলেন, 'আমি বরকত (বরকত গনিখান চৌধুরী) সাহেবের পরিবারের সদস্য। তাঁর ঐতিহ্য বহন করছি। পারিবারিক ভাবেই আমরা কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, কংগ্রেসে ফিরব।'

রাজনৈতিক গল্পমুখে যদিও অন্যরকম আভাস। সংখ্যালঘু নেত্রী হিসেবে মৌসমকে রাজ্যসভায় আবার না পাঠানোর ঝুঁকি তৃণমূল নিতে চায়নি। কিন্তু তাঁর অবস্থান ছিল অস্থির, বনিবনার অভাবে কংগ্রেসের ছিদ্রপথ খুলে গেল। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের তৃণমূল-বিদায়ের পর মুর্শিদাবাদে অস্থিরতা ছড়িয়েছে, এবার মালদহেও ঝলসে উঠল। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, বিধানসভা নির্বাচনের সামনে তৃণমূলের জন্য এটা বড় ধাক্কা।

তবে তৃণমূল নিয়ে কোনওরকমের নেতিবাচক মন্তব্য করেননি মৌসম। তিনি বলেন, 'আমি কয়েক বছর আগে তৃণমূলে গিয়েছিলাম। তবে তৃণমূলও আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিল। আমাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছিল, জেলা সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিল।' কংগ্রেস দপ্তরের সাংবাদিক বৈঠকেও মমতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'আমাদের নেত্রী' বলে সম্বোধন করেন মৌসম।

জানুয়ারিতে বাংলায় জোড়া সভা মোদীর?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বাংলায় পা রাখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক মহলের খবরে, জানুয়ারির মধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আলাদা দু'টি বৃহৎ জনসভা আয়োজনের সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

আভাস মিলছে, '১৭ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের মালদহ, আর ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, দুই প্রান্তেই হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর সভা।' যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও বাকি, তবু সংগঠনের অন্দরে জোরকদমে চলছে সভা-পরিকল্পনা।

এ বছরই বিধানসভা নির্বাচন। ফলে বছর শুরুর সঙ্গেই চড়ছে রাজনৈতিক তাপমাত্রা। শাসক তৃণমূল রাজ্যজুড়ে প্রচার গতি বাড়ালেই পালটা ছক কষছে বিজেপি। মোদী-ফ্যাক্টরকেই সামনে রেখে প্রচারের ঝাঁজ বাড়ানোই গেরুয়া শিবিরের কৌশল, এমনই মত পর্যবেক্ষকদের। তাহেরপুরের প্রসঙ্গও ফিরছে আলোচনায়। গত ২০ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরের তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভা নির্ধারিত থাকলেও খারাপ আবহাওয়ায় হেলিকপ্টার নামেনি। ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখতেই হয়েছিল তাঁকে। সেদিনই তাঁর প্রতিশ্রুতি, 'সুযোগ পেলেই সরাসরি তাহেরপুরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলব।'

ফলে মালদহ-হাওড়ার পাশাপাশি কৃষ্ণনগরেও জনসভা হতে পারে কি না, তা নিয়েও জোর জল্পনা। সমীকরণ স্পষ্ট, ভোটের প্রাক্কালে বাংলার মাটিতে ফের গতি বাড়াতে চাইছে কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্ব।

যেদিন হারবে, সেদিন উঠে যাবে তৃণমূল দলটা: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যেদিন তৃণমূল হারবে, পশ্চিমবাংলা থেকে তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে। শনিবার সন্ধেয় জগদ্দলের গোলঘর পার্কে পরিবর্তন সংকল্প সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে শুভেন্দু বলেন, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এসইউসিআইয়ের সঙ্গে জোট করে তৃণমূল ২৬ টি আসন জিতেছিল। তখন তৃণমূল ২০ শতাংশ বুথে এজেন্ট দিতে পারেনি। অথচ সিপিএম সমস্ত বুথে এজেন্ট দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ব্যারাকপুরে দীনেশ ত্রিবেদী জিতেছিলেন। প্রসঙ্গত, এদিন আলিপুরদুয়ারে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তৃণমূল ফের ক্ষমতায় এলে চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা করার চেষ্টা করবেন। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, উত্তরবঙ্গে যত চা বাগান আছে। সব উনি কিনে নিয়েছেন। এখন চা বাগানগুলো প্রোমোটিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চা বাগানের জমিতে রিসোর্ট ও বার তৈরি হচ্ছে।

শুভেন্দুর কথায়, গ্রামে গ্রামে চোরেদের পাঁচালির ক্যাসেট বাজানো হবে। কারণ, চোরেদের মুখোশ খোলার দরকার আছে। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ওটা ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। জনগণ জেগেছে। সনাতনীরা একজোট হয়েছে। জাতের নামে ভাষার নামে আর বিভক্ত হবে না। ২০২৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূলের বিসর্জন হবে। তাঁর দাবি, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। দেখবেন সেদিন ওরা বলবে, ভোটে লড়াবো না। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক দল নয়। ওটা পরিবারতন্ত্র দল। ওটা চোরেদের দল।

উক্ত সভায় ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ত্রিপুরাতে চা বাগানের শ্রমিক পায় ৬৬০ টাকা। আসামে চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি ৭৫০ টাকা। অভিষেক ব্যানার্জি বলছেন নাকি চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি ৩০০ টাকা করার চেষ্টা করবেন। উত্তরবঙ্গে কতগুলো চা বাগান ছিল, আর কতগুলো চা বাগান বিক্রি হয়েছে, তার শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করেন শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। শিল্পের দৈন্যদশা তুলে ধরে তিনি বলেন, একদা এক্সাইড কারখানার যথেষ্ট সুনাম ছিল। এখন ওখানে তৃণমূলের সাংসদ এবং বিধায়ক ঠিকাদারি করছেন। তাঁর দাবি, ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল রেফার রোগে জর্জরিত। কংগ্রেস জমানায় ১৯৭৪ সালে তাঁর বাবা বিধায়ক থাকাকালীন ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চালু হয়েছিল। এখন ওখানে চিকিৎসক, সরঞ্জাম কিছুই নেই। ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর হাসপাতাল জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

'বিজেপিকে আনম্যাপ করুন', প্রতিশ্রুতির ঝুলি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরের পর আলিপুরদুয়ারের সভামঞ্চ থেকে সরাসরি এসআইআর বিতর্ক ও বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা নিয়ে এক অদৃশ্য কারসাজি চলছে। কটাক্ষের সুরে তাঁর মন্তব্য, 'ভ্যানিশ কুমাররা ম্যাজিক জানে, জীবিত মানুষকেও মৃত বানিয়ে দেয়।'

সেই সঙ্গে জনসমক্ষে তাঁর আহ্বান, 'আপনারাও ম্যাজিক করুন, মুখে বলুন ভোট দেবেন বিজেপিকে, কিন্তু ভোটটা দিন জোড়াফুলে।' অভিষেকের বক্তব্যে বারবার উঠে এল ভোটাধিকার খর্বের অভিযোগ। তাঁর তির্যক মন্তব্য, 'মানুষ সরকার নির্বাচন করে, এখন এই সরকারই ঠিক করে দিচ্ছে ভোটার কে হবেন।' সেই কারণেই আলিপুরদুয়ারের মানুষকে তাঁর ডাক, 'এই জেলার মানচিত্র থেকেই বিজেপিকে আনম্যাপ করে দিন।' নিজের অটল অবস্থান স্পষ্ট করে যোগ করলেন, 'বিজেপির যে জেদ, আমার তার দশগুণ বেশি।'

চা-বাগান অঞ্চল থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে অভিষেক বলেন, 'চা বাগানের মাটি থেকেই বিজেপিকে উপড়ে ফেলুন।' কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে তাঁর বক্তব্য, 'চা-বাগান অধিগ্রহণের কথা বলেছিল দিল্লি, কথা রাখেনি।' অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রসঙ্গেও তাঁর সোজা অভিযোগ, 'জিএসটি বাবদ বাংলার কাছ থেকে সাড়ে ছ'লক্ষ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে কেন্দ্র, কিন্তু বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে।'

স্বাস্থ্য প্রকল্পের তুলনায় কেন্দ্রকেও তুলোধোনা করেন তিনি। কটাক্ষ, 'ঘরে টিভি, স্মার্টফোন বা পাকা দেওয়াল থাকলে আয়ুষ্মান ভারত মিলবে না, স্বাস্থ্যসাথী অনেক ভালো, বাস্তবে মানুষের পাশে আছে। আপনার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, নিজের ঘরে সাপ রাখবেন না, বিজেপি আর সাপ একই জিনিস।'

তৃণমূলের কাজের হিসেব তুলে ধরে তাঁর দাবি, 'আমরা ঘরে ঘরে রিপোর্ট কার্ড দিয়েছি, এবার আপনাদের চাইতে হবে বিজেপির রিপোর্ট কার্ড।' রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর দৃঢ় ঘোষণা, 'বাংলায় বিজেপিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে একমাত্র তৃণমূলই।' চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট আশ্বাসও দেন অভিষেক। তাঁর প্রতিশ্রুতি, 'চা-বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক তিনশো টাকার মজুরি নিশ্চিত করার জন্য লড়ব, এটাই আমার অঙ্গীকার।'

এদিন শিলিগুড়িতে চা বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন অভিষেক। ভোটের আগে শ্রমিকদের সমস্যার কথা মাঠে বসে শুনতে আসা এই উদ্যোগ পার্টির পক্ষ থেকে প্রথমবারের। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, এ ধরনের সরাসরি সংযোগমূলক বৈঠক আগামী নির্বাচনের আগে চা-বলয়ের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বৈঠকে শ্রমিকরা তাদের দৈনন্দিন সমস্যা, মজুরি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য দাবি নির্দিষ্ট ফর্মে লিখিতভাবে জমা দিতে পারলেন। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, 'আমরা শোনা শুরু করেছি, আজ থেকে সমস্যা সমাধানের পথে এগোবে।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ফর্মগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয় বেছে নিয়ে তাৎক্ষণিক সমাধানের চেষ্টা করবেন। দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলির জন্য প্রশাসনিক স্তরে উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

তালিকায় গরমিলে কড়া নজর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা নিয়ে এত বড় অঙ্কের অস্বচ্ছতা, এ রাজ্যের রাজনৈতিক অভিধানে এমন নজির বিরল। নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যালোচনায় যে চিত্র উঠে এসেছে, তাতে স্পষ্ট, 'প্রজেনি ম্যাপিং'-এর নামে হয়েছে অবৈধ নাম জুড়তে কারচুপির দাপট। আর তার জেরেই ২৪ লক্ষ ভোটারকে সরাসরি নোটিস পাঠাতে চলেছে কমিশন।

কমিশনের এক কর্তার কথায়, 'একজনের নামের সঙ্গে ছ'জন পর্যন্ত পরিবারের সদস্য দেখানো হয়েছে, এটা স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, জালিয়াতির বীজ।'

রিপোর্ট তলব

■ সোমবার থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাপ্তাহিক রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন। শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে এই মর্মে সমস্ত জেলাশাসকের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী সোমবার পাঁচই জানুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহে জেলা শাসকেরা আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে পাঠাবেন। সেখান থেকে সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে নির্বাচন কমিশন-এর কাছে। শুধু তাই নয়, ভোটের আগে নজরদারি আরও শক্ত করতে ইতিমধ্যেই পঁচিশটি নোডাল এজেন্সি নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী সোমবার থেকেই তারা কাজ শুরু করবে।

সংখ্যাগুলিই বলছে ভয়াবহতার গল্প, 'এক ব্যক্তির সঙ্গে ছয়জন পর্যন্ত সদস্য যুক্ত প্রায় ২৪ লক্ষ ক্ষেত্রে, ৫১ লক্ষ ভোটারের নামেই গরমিল, বয়সের হিসাবে বিপজ্জনক অসামঞ্জস্য, বাবা-ছেলের বয়সের ফারাক ১৫ বছরেরও কম, প্রায় ৪.৭৪ লক্ষ ক্ষেত্রে আবার কোথাও ৫০ বছরের বেশি ব্যবধান, ৮.৪১ লক্ষ ক্ষেত্রে দাদু-নাতির বয়সেও অসঙ্গতি, সবচেয়ে সন্দেহজনক ছবি সীমান্তলগ্ন জেলাগুলিতে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্তত ৫০টি বিধানসভায় অস্বাভাবিক হারে প্রজেনি ম্যাপিং ধরা পড়েছে, দাবি কমিশনের।

আবার পুড়িয়ে খুন বাংলাদেশে

ঢাকা, ৩ জানুয়ারি: ফের বাংলাদেশে উন্মত্ত জনতার নির্যাতনের বলি হল হিন্দু। ২০২৫ সালের শেষদিনে খোকন দাস নামের এক হিন্দু ব্যক্তিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে উন্মত্ত জনতা। শনিবার মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের কালিমোহর ইউনিয়নের হোসেনডাঙ্গা এলাকায় ২৯ বছরের যুবক অমৃত মণ্ডলকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। গত ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় ২৫ বছরের দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় তাঁর শরীরে।

জানা গিয়েছে, পঞ্চাশ বছরের খোকন দাস নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তাঁর উপর চড়াও হয় একদল কট্টরপন্থী উন্মত্ত জনতা। তারা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খোকনকে। এরপর পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে তাঁকে। এই নিয়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর লাগাতার চতুর্থ আক্রমণের ঘটনা এটি। খোকন দাস প্রাণে বাঁচতে পুকুরে লাফ দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি বেঁচে গেলেও অবশেষে গুরুতর আহত খোকন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে প্রাণ হারালেন শনিবারে। তাঁর স্ত্রী বলেছেন, 'আমি জানি না কারা কারা ছিল এই কাণ্ডের নেপথ্যে। আমরা ন্যায়বিচার চাই। আমার স্বামী একজন সহজ সরল মানুষ ছিলেন। তিনি কারও ক্ষতি করতেন না।'

মুস্তাফিজুরকে ছাড়ল নাইটরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারের আইপিএল শুরুর আগেই বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ঘিরে। দল থেকে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিতে নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই। সেই নির্দেশ মেনে কেকেআর ইতিমধ্যেই মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দিয়েছে বলে সরকারি বিবৃতি দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

গত নিলামে রেকর্ড ৯.২ কোটি টাকায় মুস্তাফিজুরকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্মীয় সংঘর্ষ ও নিরাপত্তা নিয়ে ওঠা অভিযোগের প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে ভারতেও। এই পরিস্থিতিতে কিছু রাজনৈতিক সংগঠন আইপিএলে মুস্তাফিজুরকে খেলানো নিয়ে আপত্তি তোলে। এমনকি কেকেআর মালিক শাহরুখ খানকেও সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তীব্র আলোচনা শুরু হয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যেও। বিতর্কের মধ্যেই বিসিসিআই কেকেআরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মুস্তাফিজুরকে দলে রাখা যাবে না। এরপর কেকেআরের পক্ষ থেকে বলা হয়, বোর্ডের নির্দেশ নিয়ে আলোচনা করে, আইপিএলের সব নিয়ম মেনে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

পাশাপাশি, বিসিসিআই তাদের বদলি খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমতিও দিয়েছে, তবে নতুন প্লেয়ারের নাম পরে জানানো হবে। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেকেআর চাইলে বোর্ড বিকল্প খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমোদন দেবে।

মার্কিন অভিযানে দেশছাড়া মাদুরো

কারাকাস, ৩ জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান শুরু করেছে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক বন্দি করে দেশছাড়া করা হয়েছে বলে দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার মধ্যরাত (স্থানীয় সময় অনুসারে রাত ২টো) থেকেই এই সামরিক অভিযান শুরু করেছে আমেরিকা। তার পর প্রথম বার মুখ খুলে মাদুরোকে দেশছাড়া করার কথা ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে লিখেছেন, 'ভেনেজুয়েলা এবং তার নেতা প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে বড় মাত্রার অভিযান চালিয়েছে আমেরিকা। মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দি করা হয়েছে। তাঁরা দেশ ছেড়েছেন।' এই বিষয়ে সবিস্তার পরে জানানো হবে বলে জানান ট্রাম্প।

ট্রাম্পের এই দাবি প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু না-বললেও আমেরিকার সামরিক পদক্ষেপের নিন্দা করেছে ভেনেজুয়েলা। ভেনেজুয়েলার সরকারের দাবি, সে দেশের খনিজ তেল এবং সম্পদ হাতানোর জন্যই এই কাজ করেছে আমেরিকা। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের এই চেষ্টা সফল হবে না বলে জানিয়েছে তারা। আমেরিকার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বসতি এলাকাতেও হামলা চালানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই মার্কিন হানার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে ইরান, কিউবার মতো দেশ।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে ভেনেজুয়েলাকে ঘিরতে ক্যারিবিয়ান সাগরে বিপুল সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ এবং পরমাণু-ডুবোজাহাজ নামিয়েছে ট্রাম্পের সরকার। সর্ব ক্ষণ দেশটিকে একপ্রকার ঘিরে রেখেছে মার্কিন ফৌজ। ওয়াকিবহাল মহলের মতে,

ভেনেজুয়েলা

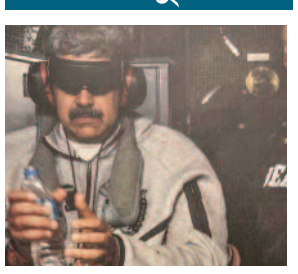

এই মুহূর্তে বিশ্বের বৃহত্তম খনিজ তেলের ভান্ডার রয়েছে ভেনেজুয়েলায়। প্রতি দিন প্রায় ১০ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদন হয় সে দেশে। তা ছাড়া, গত কয়েক বছরে চিন এবং রাশিয়ার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে মাদুরোর সরকার। তাতেই নাকি নড়েচড়ে বসেছে ওয়াশিংটন।

ইতিমধ্যেই গোটা ভেনেজুয়েলায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। আমেরিকা তো বটেই, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেনের মতো বহু দেশ তাদের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। আমেরিকার বিমান পরিবহণ সংস্থা (ফেডেরাল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এফএএ) আপাতত ভেনেজুয়েলার আকাশসীমায় বাণিজ্যিক উড়ান চলাচল বন্ধ রেখেছে।

শুক্রবার মধ্যরাতেই ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে পর পর সাত বার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। হামলার খবর পাওয়া যায় সে দেশের মিরান্ডা, আরাগুয়ার মতো প্রদেশেও। এই হামলার নেপথ্যে কে বা কারা, প্রথমে তা স্পষ্ট ছিল না। সম্ভাব্য মার্কিন হানা নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, সেই সময়েই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, আমেরিকার স্পেশ্যাল ফোর্স মাদুরোকে বন্দি করেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Arkaprabha Debangshi S/O Debashis Debangshi চিত্তরঞ্জন হেলথ ইনস্টিটিউট লালকুঠি পাড়া, পোস্ট ও থানা- সিউড়ি জেলা বীরভূম পিন-৭৩১১০১ এর স্থায়ী বাসিন্দা আধার কার্ড নম্বর (৫৭২১৪১৮৫৫৮৪৮) এ আমার নাম Arkaprabha Debangshi থাকলেও আমার পাসপোর্ট (N5845674)এ আমার নাম ভুলবশত Arkaprava Debangshi হয়েছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম আদালতের এফিডেভিট বলে ৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে Arkaprabha Debangshi ও Arkaprava Debangshi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলাম।

সংশোধনী

গত ইং ১৮/১১/২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত আমার মক্কেল শ্রীমতী শ্রুতি দত্ত, স্বামী সুরজিত দত্ত মহাশয়ার "ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী এ্যাট চন্দননগর, রেফাঃ এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ৬০/২০২২ শীর্ষক নোটিস বিজ্ঞপ্তিটিতে ভ্রমবশতঃ 'এল.আর দাগ নং ৯০৫ ও ৯০৭' লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে 'এল.আর দাগ নং ৯০৬ ও ৯০৭" পড়িতে হইবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

ইতি- সুমিত কুমার অধিকারী
(উকিলবাবু)
চন্দননগর আদালত, হুগলী

NOTICE

I, Supriya Biswas D/o. Debabrata Biswas, R/o-DSS-31, Vill. Shrinagar Pally, Po+Ps- Benachity, Sub Dist-Bardhaman, Dist-Paschim Bardhaman, Pin-713213. I have Changed my name from Supriya Biswas to Supriyo Biswas & my Gender from Female to Male vide affidavit dt-14/11/2025 before Notary public at Purba Bardhaman.

In The Court Of Civil Judge Senior Division at Lalbagh (Acjm-2) Ref: no:- 185 /2019 P.S
Plaintiff :- Tapan das & others and
Defendant :- Sotya Mondal & others
এতদ্বারা আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় ২ নং বিবাদী ননিগোপাল মণ্ডল গত ইং ১১/০৫/২০২১ তারিখে স্ত্রী গীতারানি মণ্ডল, কন্যা অপর্না মণ্ডল (মাহাতো), পুত্র উজ্জল মণ্ডল, বাপ্পা মণ্ডল, ইন্দ্রজিত মণ্ডল কে ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষনে ইং ১৩/১১/২০২৫ তারিখের আদালতের আদেশ অনুসারে আপনাদের জানান যাইতেছে যে উপরোক্ত মোকর্দ্দমার পরবর্তী ধার্য্য দিন ইং ০৬/০১/২০২৬ তারিখ বলবৎ আছে। তপশিল- থানা ও জেলা – মুর্শিদাবাদ, মৌজা – বালী মধ্যে খংনং- ৩১৯৮,৩১৯৯,৩২০০,৩২০১, হাল দাগ নং- ৩১২৩ ,১৮১৩,রকম – আউশ, আউশ, পরিমান – ১.৩০ একর, ২.৮৭ একর।তদবিষয়ে আপনাদের কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে উপরোক্ত তারিখে আদালতে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Adhikary S/o. Sashanka Adhikary ও Susanta Adhikari S/o. S. Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NOTICE

Our clients intend to purchase Flat No.3D on the 3 rd Flr, having 2914 sq. ft. (SBA) on S.E. Block of Building at Premises No.14/5A, Burdwan Road, P.S. Alipore, Kol-27 ALONG WITH 1 open car parking space no. 3D/23 and 1 covered car parking space no. 3D/23 both on Ground Flr, from the present owner SUPERTRON ELECTRONICS PVT. LTD, of 2, Cooper Lane, Kol-1, Any person, third party (ies), attorney holders, banks, or competent authorities, who may have any right, title, interest, claim or objection in respect of the said unit or the proposed transaction, is hereby required to notify us in writing, along with documentary evidence in support thereof, within 07 (Seven) days from the date of publication of this notice at the address given below. Failure to respond within the stipulated time shall be deemed as waiver of all such rights, claims or objections, and the said transaction, if completed, shall be deemed to have been undertaken free from any such claim or encumbrance. No claims or objections shall be entertained there after.

S.K. Lath & Co., Advocates
6A, K.S. Roy Road, 2nd Floor, Kol-1

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট জজ্, হুগলী এ্যাট চিনসুরা।
রেফা: এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩/২০
দরখাস্তকারী: সত্যনারায়ণ ঘোষ,
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এইমর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, আমার মক্কেল **সত্যনারায়ণ ঘোষ**, পিতা মৃত অনাথসরণ ঘোষ, ঠিকানা- গ্রাম পূর্ব রামনগর, পো: রামনগর, থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০ মহাশয়ের ভ্রাতা **শান্তিনাথ ঘোষ**, পিতা মৃত অনাথসরণ ঘোষ, সাং-গ্রাম পূর্ব রামনগর, পো: রামনগর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০ মহাশয় আমার উক্ত মক্কেলের বরাবর গত ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৮ সালে একখানি উইল সম্পাদন করিয়া দেন এবং তৎপরবর্তীতে বিগত ইংরাজী ২৪/১২/২০১৮ তারিখে শান্তিনাথ ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করেন। উইলের তপশীল বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

// 'ক' তপশীল //
জেলা হুগলী, থানা- তারকেশ্বর, মৌজা -পূর্ব রামনগর, জে.এল. নং-৩১, হাল খতিয়ান ৩৪১২, যাহা পূর্ব রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

আর.এস. দাগ	এল.আর. দাগ	শ্রেণী	পরিমান
৩২২১	৩৫৪৬	শালি	১২ শতক
৩৪০৭	৩৭৬৬	শালি	০৭ শতক
৩৪১০	৩৭৬৯	শালি	১৩ শতক
৩৪১২	৩৭৭১	শালি	১০ শতক
৩৪৩০	৩৭৯৮	শুনা	১.৬৬ শতক
৩৪৭০	৩৭৯২	শুনা	০.৩৪ শতক
৩৭৭২	৪২০৯	পুকুর	৬.৬৬ শতক
৩৭৭৩	৪২১০	বাস্তু	০.৩৪ শতক
৩৭৮২	৪২২২	বাস্তু	০.৬৬ শতক
৩৭৮৩	৪২২১	বাস্তু	০.০৮ শতক
৩৭৮৪	৪২২৪	খামার	২.৩৩ শতক
৩৭৮৬	৪২২৩	বাস্তু	০.৩৩ শতক
৩৭৮৭	৪২২৬	বাস্তু	৫.৩৪ শতক
৪৮৫৩	৫৪৩৩	শালি	০৬ শতক
৫০৯০	৫৬৮৪	শালি	১৮.৬৬ শতক

// 'খ' তপশীল //
সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট নং ৩১৮০৫৬৬১১৪৯, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, টাকি, উত্তর ২৪ পরগনা শাখা।

// 'গ' তপশীল //
৬১ নং মতিঝিল রোড, থানা-দমদম কোলকাতা-২৮ স্থিত "শিবম এ্যাপার্টমেন্ট' সেকেণ্ড ফ্লোর বা ত্রিতলে শান্তিনাথ ঘোষের মালিকানাধীন একটি ফ্ল্যাট।

সেকারণ আমার উপরোক্ত মক্কেল উক্ত উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্তে অত্র আদালতে অত্র নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে যদি কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু দ্বারা আপত্তি জানাইবেন নচেৎ আমার মক্কেলের অনুকূলে একতরফা শুনানী হইবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয় উক্তিবাবু –
সুমিত কুমার অধিকারী (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট জজ্, হুগলী এ্যাট চিনসুরা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বেলডাঙ্গা A.D.S.R অফিসের দলিল নং- ১৫৮২/২০২৪ মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত জিনারুল সেখ হইতে সালাউদ্দিন সেখ ও শুকরুন্নিসা খাতুন ৪২১৩/২০২৪ দলিল মূলে জমি ক্রয় করেন। উক্ত জমি হইতে আমি সুলতানা নাজরিন বিবি, দলিল নং- ১২৯৯৫/২০২৫ মূলে খরিদ করিয়াছি। মৌজা- বিষ্ণুপুর, দাগ নং- ১৫৩২, খতিয়ান- ৭৫৯৩, ৮৫৩৭, ৭৬১৩। উক্ত জমির রেকর্ড/মিউটেশন সংক্রান্ত কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বেলডাঙ্গা ১ নং BLRO & LR অফিসে সপ্রমাণ দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা লওয়া হইবে।
ইতি- সুলতানা নাজরিন বিবি

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুনীল কুমার সাহা, পিতা-মৃত ভক্তি ভূষণ সাহা সাং চুনাখালী নিমতলা, থানা বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ ৩১৫৭/২৯.০৩.১২ দলিল মূলে Power of Atony অশোক কুমার বিশ্বাস পিতা গেপালপদ বিশ্বাস power নং ৩১/১২ A.D.S.R Berhampore .0066 একর জমি বিক্রয় করিয়া নিঃশর্ত হন। উক্ত ব্যক্তির নামে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। জে এল ১০৩, খ: নং ১২৭২, ১২৭৩, দাগ ৯০ পরিমাণ .০০৬৬ একর।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা জানুয়ারি। ১৯শে পৌষ। রবি বার। প্রতিপদ তিথি।জন্মে মীথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভোট পরিষেবাকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে 'ইসিআই নেট' অ্যাপের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার পরিষেবা আরও সহজ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে নির্বাচন কমিশন 'ইসিআই নেট' অ্যাপটিকে ঢেলে সাজাচ্ছে। তার আগে কমিশন ভোটারদের কাছ থেকে সরাসরি মতামত জানতে চেয়েছে। নাগরিকদের ইসিআই নেট অ্যাপ ডাউনলোড করে 'সাবমিট আ সাজেশন' অপশনের মাধ্যমে ১০ জানুয়ারির মধ্যে নিজেদের মতামত জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইসিআই নেট অ্যাপের ট্রায়াল ভার্সনে ইতিমধ্যেই একাধিক নতুন সুবিধা যুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে ভোটার পরিষেবা আরও উন্নত হওয়ার পাশাপাশি ভোটের হার সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ইনডেক্স কার্ড প্রকাশের সুবিধা থাকছে, যা আগে সম্পন্ন হতে সপ্তাহ কিংবা মাস লেগে যেত। বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ এবং সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে পরীক্ষামূলকভাবে এই অ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছে।

কমিশনের দাবি, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, ইআরও, অবজারভার এবং মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের কাছ থেকে পাওয়া মতামতের ভিত্তিতেই ইসিনেট প্ল্যাটফর্মকে ধারাবাহিকভাবে উন্নত করা হচ্ছে। এবার নাগরিকদের দেওয়া পরামর্শ খতিয়ে দেখে অ্যাপটিকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তোলা হবে। চলতি মাসেই ইসিনেট অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

ইসিআই নেট অ্যাপের মাধ্যমে এতদিন আলাদা আলাদা থাকা প্রায় ৪০টি নির্বাচন সংক্রান্ত অ্যাপ ও ওয়েবসাইটকে এক ছাতার তলায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ, সিভিজিল, সক্ষম, ভোটের হার সংক্রান্ত অ্যাপ, 'নো ইউর ক্যান্ডিডেট' অ্যাপ-সহ একাধিক পরিষেবা একত্রিত হয়েছে। গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোর; দু'জায়গা থেকেই এই অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে।

রাজ্যে বিকেন্দ্রীকৃত শুনানিকেন্দ্র চালুর অনুমোদন দিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানি পর্বে রাজ্যে বিকেন্দ্রীকৃত শুনানিকেন্দ্র চালুর অনুমোদন দিল নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে পাঠানো এক নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, ভৌগোলিক বিস্তৃতি, দুর্গম এলাকা, বনাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বসতি এবং যাতায়াত সংক্রান্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বারোটি জেলায় মোট একশো ষাটটি বিকেন্দ্রীকৃত শুনানিকেন্দ্রে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত শুনানি নেওয়া যাবে। এই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, নদিয়া, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং জলপাইগুড়ি। কমিশনের অনুমোদন অনুযায়ী, দার্জিলিং জেলায় সর্বাধিক উনচল্লিশটি এবং আলিপুরদুয়ারে আটত্রিশটি বিকেন্দ্রীকৃত শুনানিকেন্দ্র প্রস্তাব করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিভিন্ন জেলার প্রস্তাবিত কেন্দ্রগুলি মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো ষাট।

নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, এই সমস্ত বিকেন্দ্রীকৃত শুনানিকেন্দ্রে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শুনানি প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি, কোনও রকম বহিরাগত প্রভাব বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বজায় রেখে শুনানি চালানোর উপর জোর দিয়েছে কমিশন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধি এবং নির্বাচন কমিশনের সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার কথাও বলা হয়েছে।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, শুনানির দিনক্ষণ ও কেন্দ্রগুলির অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য সব পক্ষকে আগাম জানাতে হবে। একই সঙ্গে জেলা প্রশাসনকে এই নির্দেশাবলির বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে নজরদারির মধ্যে রাখতে বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী ভোটারদের যাতে অযথা দূরত্ব পাড়ি দিয়ে শুনানিতে আসতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত।

পূর্ব রেলের কাজের ধাক্কায় থমকে যাচ্ছে তারকেশ্বর শাখার লোকাল ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার রাত থেকে রবিবার ও সোমবার পূর্ব রেলের হাওড়া, তারকেশ্বর শাখায় চলতি তিন দিনের ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে ২০টি আপ-ডাউন লোকাল ট্রেন বাতিল হয়েছে। তারকেশ্বর স্টেশন এলাকার ফুটওভার ব্রিজ স্থাপনের কাজ এবং আরামবাগ, মায়াপুরের সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেল সূত্র জানাচ্ছে, শনিবার ও রবিবার রাতের মধ্যবর্তী সময়ে ফুটওভার ব্রিজের জন্য ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট এবং সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ৮ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হয়। তার ফলে রুটে একের পর এক লোকাল ট্রেন বাতিল হতে বাধ্য হয়। বাতিল হওয়া ট্রেনের মধ্যে রয়েছে ৩৭৩৭৩ হাওড়া, গোঘাট

লোকাল, ৩৭৩৭৪ গোঘাট, হাওড়া লোকাল, ৩৭৪০১ তারকেশ্বর, গোঘাট লোকাল, ৩৭৪২১ তারকেশ্বর,আরামবাগ লোকাল, ৩৭৩৭২ গোঘাট, তারকেশ্বর লোকাল, ৩৭৩৫১ হাওড়া, তারকেশ্বর লোকাল, ৩৭৪০২ গোঘাট, তারকেশ্বর লোকাল, ৩৭৪২২ আরামবাগ, তারকেশ্বর লোকাল, ৩৭৩৭১ হাওড়া, গোঘাট লোকাল, ৩৭৩১২ তারকেশ্বর, হাওড়া লোকাল, ৩৭৪১৪ তারকেশ্বর, শেওড়াফুলি লোকাল, ৩৭৪১৩ শেওড়াফুলি, তারকেশ্বর লোকাল। সোমবার বাতিল করা হয়েছে ৩৭৩১২ তারকেশ্বর, হাওড়া লোকাল, ৩৭৪১৪ তারকেশ্বর, শেওড়াফুলি লোকাল, ৩৭৪১৩ শেওড়াফুলি, তারকেশ্বর লোকাল, ৩৭৪০১ তারকেশ্বর, গোঘাট লোকাল, ৩৭৪০২ গোঘাট, তারকেশ্বর লোকাল। যাত্রীরা এখন সতর্ক নববর্ষের প্রথম সপ্তাহান্তে কলকাতা, তারকেশ্বর রুটে ঘোরাঘুরি পরিকল্পনা থাকলে বড় ধরনের ব্যাঘাতের মুখোমুখি হতে হবে। পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট স্টেশন এলাকায় নোটিস সাঁটিয়েছে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, হাওড়া বিভাগের জন্য ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক নেওয়ার কারণে কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

আজ মেট্রোর দ্বিগুণ দৌড়, যাত্রীদের সময় বাঁচবে, ভিড় মিটবে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো যাত্রীরা আজ থেকে তিনটি রবিবারে পাবেন অভূতপূর্ব সুবিধা। জানুয়ারির ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তারিখে ব্লু লাইনে ১৬০টি এবং গ্রিন লাইনে ১২৪টি অতিরিক্ত ট্রেন ছুটবে। এই ব্যবস্থায় ভিড় কমে সময় বাঁচবে, প্রত্যেক স্টেশনে নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত নিশ্চিত হবে। ব্লু লাইনে ৮০টি আপ এবং ৮০টি ডাউন ট্রেন চলবে, স্বাভাবিক ১৩০টির চেয়ে অনেক বেশি। প্রথম ট্রেন ছাড়বে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম সকাল ৯টায়, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর সকাল ৯টায় এবং নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম সকাল ৯টায়। শেষ ট্রেন দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম রাত ৯টা ৩৩ মিনিট, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর রাত ৯টা ৩৩ মিনিট এবং শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম রাত ৯টা ৪৪ মিনিট। দুপুর ৩টা ২০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ৮ মিনিট অন্তর ট্রেন, আগের ১০ মিনিটের ব্যবধান ভেঙে নতুন গতি।

গ্রিন লাইনে ৬২টি আপ এবং ৬২টি ডাউন , সাধারণ ১০৮টির ওপরে। প্রথম ট্রেন সল্টলেক সেক্টর-৫ থেকে হাওড়া ময়দান সকাল ৯টা ২ মিনিট, হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর-৫ সকাল

৯টা ঠিক এবং সিটি সেন্টার থেকে হাওড়া ময়দান সকাল ৯টা ঠিক।

শেষ ট্রেন সল্টলেক সেক্টর-৫ থেকে হাওড়া ময়দান রাত ৯টা ৫৫ মিনিট, হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর-৫ রাত ৯টা ৫৫ মিনিট এবং হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক রাত ১০টা ৫ মিনিট। দুপুর ৪টা ২ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ১০ মিনিট অন্তর , পূর্বের ১৫ মিনিটের ফাঁক পূরণ।

ইয়েলো লাইনে রুটিন চলবে, কিন্তু অরেঞ্জ ও পার্পল লাইন বন্ধ থাকবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানাল, এই বিশেষ পরিষেবার মাধ্যমে যাত্রীদের সময় বাঁচবে, ভিড় কমবে এবং প্রতিটি স্টেশনেই নিরবিচ্ছিন্ন সুবিধা নিশ্চিত হবে।

ড্রোন-ডেলিভারি, সুন্দরবনের টাটকা মাছ শহরে ছুটবে আকাশপথে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ২৯তম সুন্দরবন কৃষি মেলায় কার্গো ড্রোনের মাছ-পরিবহণ প্রদর্শনী সবাইকে মুগ্ধ করল। সুন্দরবন মহিলা মৎস্য চাষি দিবসে ৫০০০ মহিলা চাষির সামনে ৭০ কেজি মাছ বোঝাই ড্রোন ৩ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে ফিরল। এটি টেকসই উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলল। উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের ডা. জয়কৃষ্ণ জেনা। উপস্থিত রইলেন আইসিএআরএস সিফ্রির ডা. বসন্ত কুমার দাস, জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ডের আর. অরুণ কুমার। মেলা চেয়ারম্যান লোকমান মোল্লা পাঁচ জন সফল চাষিকে সম্মানিত করলেন। লোকমান মোল্লা বললেন, এই মহিলাদের হাতে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা পৌঁছে দিলে সুন্দরবনের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। বন্যা-খরায় ধানচাষ ধ্বংস হলে মহিলারা মাছচাষে ঝাঁপ দিয়েছে, পুরুষরা পরিযায়ী শ্রমিক। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ চালু হলে অর্থনীতি বদলে যাবে। ডা. জেনা আশ্বাস দিলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা আরও সক্রিয় হবে। ডা. দাস জানালেন, জোয়ার-ভাটায় যোগাযোগ কঠিন, ড্রোন দ্রুত শহরে মাছ পৌঁছে দেবে, নষ্ট কমবে, চাষি ন্যায্য দাম পাবে, ক্রেতা টাটকা মাছ। চাষিরাও উচ্ছ্বসিত, পরিবহণ খরচ কমে আয় বাড়বে, বিশেষ করে বর্ষায়। এই উদ্যোগ সুন্দরবনের নারীদের স্বনির্ভরতায় নতুন আলো জ্বালাল।

গঙ্গাসাগর মেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে বসানো হচ্ছে সিসি ক্যামেরা।

ফটোসেশন... প্রিন্সেপ ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

পুরমাতা ইলোরা সাহার উদ্যোগে আয়োজিত হল বর্ষবরণ উৎসব। একই সঙ্গে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। উপস্থিত মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার সহ বিশিষ্টজনেরা।

জেলা স্তরে বিশেষ দল গঠন করে রেশন দোকানে অভিযান চালানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের শুরুতে রাজ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থার উপর নজরদারি আরো কঠোর করতে খাদ্য দপ্তর উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য জেলা স্তরে বিশেষ দল গঠন করে রেশন দোকানে অভিযান চালানো হবে। খাদ্য দপ্তরের এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলা রেশনিং অফিসার, জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ রেশনিং এবং জেলা কন্ট্রোলার অফ ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইসদের বিশেষ পরিদর্শন দল গঠন করতে হবে। দু'থেকে তিনজন কর্মী নিয়ে গঠিত এই দলগুলির নেতৃত্ব দেবেন সংশ্লিষ্ট মহকুমার সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার বা রেশনিং অফিসার। নিয়মিত পরিদর্শনের পাশাপাশি এই বিশেষ দলগুলি আলাদা করে ভেরিফিকেশন ইনস্পেকশন চালাবে। খাদ্যদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ অভিযানের মূল লক্ষ্য হল রেশন ব্যবস্থার সরবরাহ শৃঙ্খল, মজুত ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ করে তোলা। দপ্তরের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, গত কয়েক মাসে নিয়মিত পরিদর্শনের হার সন্তোষজনক ছিল না। সেই প্রেক্ষিতেই নতুন চালু হওয়া মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সব ডিলারের কাছে থাকা খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুত যাচাই করতে জোর দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, জয়েন্ট ডিরেক্টর, জেলা রেশনিং অফিসার এবং জেলা কন্ট্রোলারদের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ রেশনিংদেরও ব্যক্তিগতভাবে অন্তত ২০ শতাংশ ডিলার পরিদর্শন করতে হবে। এই পরিদর্শনগুলি বিশেষ দলের ইনস্পেকশনের সাত দিনের মধ্যেই করা হলে ভালো হয় বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পরিদর্শনের গুণগত মান ও স্বচ্ছতা ক্রস-ভেরিফাই করা যায়। বিশেষ ইনস্পেকশনগুলি অবশ্যই আকস্মিক হতে হবে। প্রতি মাসে অন্তত দু'টি করে এমন সারপ্রাইজ ইনস্পেকশন আলাদা আলাদা দলকে দিয়ে করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নিয়মিত পরিদর্শনের ক্ষেত্রেও কিছু ইনস্পেকশন পূর্বঘোষণা ছাড়া করার কথা বলা হয়েছে। দপ্তরের নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি এলাকার সব রেশন ডিলারকে বছরে অন্তত একবার করে পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে। একই ডিলারের ক্ষেত্রে পরপর দু'টি পরিদর্শনের মধ্যে ব্যবধান ১১ মাসের বেশি হতে পারবে না।

পরিদর্শনের সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য 'খাদ্য সাথী' মোবাইল অ্যাপে একটি আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইনস্পেকশনের সময় প্রাপ্ত তথ্য, পরিসংখ্যান এবং ছবি ওই অ্যাপেই আপলোড করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বা বিশেষ পরিদর্শন দলের প্রধানের লগ-ইন আইডি ব্যবহার করেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে খাদ্যদপ্তর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯ পৌষ ১৪৩২ রবিবার

হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ না-হলে খুন, অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, হিন্দুদের সংখ্যা কম, তাই চাপ এড়ানো সম্ভব নয়। ঐক্যবদ্ধ না হলে অত্যাচার, খুন সবই বাড়বে। সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রভাবশালী বক্তৃতায় তিনি হিন্দু সমাজকে এক হওয়ার তাগিদ দেন।

বাংলাদেশের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, একসময় বাংলাদেশে হিন্দুরা ৩০ শতাংশ ছিল, আজ তাঁরা মাত্র ৭ শতাংশ। দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি সতর্ক করে বলেন, নন্দীগ্রামের মানুষ যদি এক না হয়, জামাত-মনের কিছু গুন্ডা একইভাবে অত্যাচার চালাতে পারে।

রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তিনি একরোখা সমালোচনা ছাড়েননি। গুন্ডাদের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, গুন্ডাদের কাজ এখন পুলিশের মাধ্যমে করাচ্ছে রাজ্য সরকার। আমি কিছু গুন্ডাকে দেড় বছর জেল ভোগ করিয়েছি, কিন্তু এপ্রিলের পর তারা আবার তাণ্ডব চালাবে; আমি তা হতে দেব না। মালদার চাঁচলের জনসভায় তিনি আরও সতর্কবার্তা দেন। এপ্রিলের পর রাজ্যের বিরোধী দল হবে তৃণমূল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব হিসেবের তালিকা প্রস্তুত।

এছাড়াও কলকাতায় কোর কমিটির বৈঠকের পর শুভেন্দু মন্তব্য করেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যদি এগিয়ে আসে, আমরা ২০০ নয়, ২২০ আসনে জিতব। রাজ্য বিজেপির লক্ষ্য যে শুধুমাত্র ২০০ আসন নয়, বরং সুনিশ্চিত বিজয়, তা স্পষ্ট হল এই বক্তব্যে। শুভেন্দুর আজকের ভাষণ ছিল কেবল রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, হিন্দু ঐক্যকে মূলধারায় ফেরানোর আহ্বান, যা তার নির্বাচনী কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

শাসনের নামে সন্ত্রাস, ভয় ও বোমা

অভিযোগ ও ক্ষোভের সুর অভয়া ও তামান্নার মায়ের গলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতা ঘিরে অভিযোগের সুর ক্রমশই তীব্রতর। বিরোধী শিবিরের দাবি, এই রাজ্যে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে আজ আর গণতন্ত্র নেই, আছে ভয়ের ছায়া ও সন্ত্রাসের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। অভিযোগের ভাষায়, তৃণমূল আজ কেবল একটি দল নয়; এ এক সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থা, যার ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ভয়, বোমা আর নিরীহ মানুষের রক্তের ওপর। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে অপরাধ শুধু ঘটেই না, বরং তার পরেও তৈরি হয় আরও গভীর অন্ধকার। তাদের বক্তব্য, খুনের পরে তদন্ত থমকে যায়, মামলা ধামাচাপা পড়ে, আর অভিযুক্তরা দলের পতাকা বয়ে প্রকাশ্যে ঘোরে। এই ছবি, বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী, কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটাই নাকি শাসনের স্বাভাবিক চেহারা। মানুষের নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্নে আঙুল তুলতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের কঠোর মন্তব্য,

এই রাজ্যে মানুষের প্রাণের দাম নেই; খুন হলে বিচার নেই, আর প্রতিবাদ করলেই গ্রেপ্তার। তাঁদের অভিযোগ, অপরাধ আড়াল করা ও অভিযুক্তদের রক্ষা করাই যেন

শাসকের নীতি হয়ে উঠেছে। সোজাসাপ্টা ভাষায় বলা হচ্ছে, যাঁরা হত্যার মতো অপরাধ ঢেকে দেয়, তাঁরাও সেই অপরাধেরই অংশীদার। সরকারের নৈতিক অবস্থান নিয়েও বিরোধীদের কড়া মন্তব্য, যে সরকার সাধারণ মানুষকে বিশেষত শিশুদের রক্ষা করতে পারে না, তার শাসনের কোনো অধিকার নেই। তাঁদের দাবি, এই লড়াই রাজ্যক্ষমতার জন্য নয়, বরং এ লড়াই মানবতার জন্য, এ লড়াই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষাপটেই সামনে এসেছে ১৩ বছরের কিশোরী তামান্নার মৃত্যুর ঘটনা। অভিযোগ, স্থানীয় রাজনৈতিক উল্লাসের বোমাবাজির মাঝেই দিনের আলোয় প্রাণ হারায় সে। পরিবারের আর্তনাদ, বিচারহীনতার ক্ষত, এবং শোক সইতে না পেরে তামান্নার মায়ের আত্মহননের চেষ্টার ঘটনা; সব মিলিয়ে এই মৃত্যু আজ রাজ্যের শাসন ও সন্ত্রাসবৃত্তির বিতর্কের নির্মম প্রতীক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা, মায়ের কণ্ঠে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের আগুন। কালীগঞ্জের বিস্ফোরণে নিহত তামান্নার অসুস্থ মায়ের খোঁজখবর নিতে গিয়ে হাসপাতাল চত্বরে তাঁরা সরাসরি শাসকদলকে আক্রমণ করেন। অভিযোগের তির পুলিশ ও প্রশাসনের দিকেও। তাঁদের সাফ কথা, এই অপশাসনের দেওয়াল ভাঙতেই হবে।

তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ প্রথম দিন থেকেই অসহযোগিতার পথ নিয়েছে। প্রমাণ নষ্টের চেষ্টা ঢাকতে ঢাকতে তদন্তকে ভোঁতা করা হয়েছে। ক্ষোভের সুরে বলেন, যদি সত্যিই কাজ করত পুলিশ, খুনিরা অনেক আগেই শাস্তি পেত। তামান্নার মায়ের মানসিক যন্ত্রণার কথাও তুলে ধরেন তাঁরা। অভিযোগ করেন, স্থানীয় চিকিৎসা না দিয়ে অপ্রয়োজনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। শাসক দলের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ আরও কড়া; দুর্নীতি, ভয় এবং মিথ্যাচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই সরকার। চাকরি-বিক্রি থেকে স্বাস্থ্যব্যবস্থা; সব জায়গায় পচন ধরেছে বলেই তাঁদের দাবি। তাই ঘোষণা, এই চোর-অপশাসনের শেষ চাই। তাঁদের লড়াই থামবে না; এই বার্তাও স্পষ্ট। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আমাদের মেয়ে আর ফিরবে না। তবু আমরা পিছব না। বিচার কেউ দেবে না, বিচার ছিনিয়ে আনতে হয়। হুমকি, চাপ উড়িয়ে দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়ে তাঁরা তামান্নার মায়ের হাতও শক্ত করে ধরলেন। বার্তা একটাই; আতঙ্ক নয়, প্রতিবাদ; এটাই পথ।

ব্যারাকপুরের সিপিএম নেতা তরুণকান্তি ঘোষের বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর ভট্টাচার্য পাড়ার বাসিন্দা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তরুণকান্তি ঘোষ শনিবার অনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ এবং ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন। জগদ্দলের গোলঘর পার্কে আয়োজিত পরিবর্তন সংকল্প সভায় গেরুয়া পতাকা হাতে নিয়ে তরুণ বাবু বলেন, বাংলায় আরেকটা পরিবর্তন জরুরি। বাংলা থেকে তৃণমূলকে

সরাতে তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েই তিনি এদিন সিপিএমকেও নিশানা করলেন। তাঁর দাবি, বাংলায় চুরি, দুর্নীতি, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও খুনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। মনে হচ্ছে, দেশের মধ্যে সবচেয়ে অনৈতিক রাজনৈতিক দল সিপিএম। বর্ষীয়ান সিপিএম নেতার আরও দাবি, কেরালায় টিমটিম করছে সিপিএম। আগামীদিনে কেরালায় বিজেপি সরকার আসবে। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশে হিন্দু নিধন অব্যাহত। অথচ মমতা ব্যানার্জির মুখে একটাও শব্দ নেই। আসলে উনি ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছেন।

সুচিত্রা মিত্রের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে শনিবার এক বার্তায় তিনি লিখেছেন যে, রবীন্দ্রসংগীতের প্রবাদ প্রতিম শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। উল্লেখ্য, সুচিত্রা মিত্র (১৯২৪-২০১১) ছিলেন একজন কিংবদন্তী বাঙালি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি রবীন্দ্র সংগীতকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের প্রধান ছিলেন। এছাড়াও তিনি প্রথম মহিলা 'শেরিফ অফ কলকাতা' (২০১১) হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। এছাড়া সংগীত ও সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ, গভীর পান্ডিত্য ও সক্রিয় সমাজকর্মী হিসেবে বাঙালির অন্তরে ও সংগীত জগতের মণিকোঠায় তিনি বিরাজমান আছেন।

ইতিবাচক পদক্ষেপ না এলে ফের নবান্ন অভিযান, ডিএ-সহ পাঁচ দফা দাবিতে পথে সরকারি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের শুরুতেই আন্দোলনের তাপ বাড়াচ্ছে সরকারি কর্মীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) থেকে নিয়োগ; বহুমুখী দাবিকে সামনে রেখে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পিছু হটার জায়গা নেই। ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াতে ফের বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যপালের সঙ্গে জরুরি সাক্ষাতের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে সংগঠনটি। চিঠিতে জানানো হয়েছে, কর্মীদের ন্যায্য পাওনা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পাঁচটি মূল বিষয়ে আলোচনা দরকার। এর মধ্যে রয়েছে; নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সপ্তম পে-কমিশন গঠন, ষষ্ঠ পে-কমিশনের বাকি সুপারিশ বাস্তবায়ন, বহুদিন ধরে কাজ করা চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ীকরণ, এআইসিপিআই অনুযায়ী ডিএ বকেয়ার নিষ্পত্তি এবং প্রায় ছয় লক্ষ শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু। সংগঠনের অভিযোগ, দীর্ঘ টালবাহানায় কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়ছে, জনসেবা ব্যাহত হচ্ছে।

যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন; সরকার যদি দায়িত্ব এড়ায়, মাসের শেষেই রাস্তায় নামব, প্রয়োজনে ফের নবান্ন অভিমুখে অভিযান। তাঁর দাবি, কর্মচারী, শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার আজ আর বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। নির্বাচন আবহে এই বার্তা প্রশাসনের উদ্দেশে কড়া সতর্কতা হিসেবেই ধরা হচ্ছে।

ব্যারাকপুরের বিলপাড়ায় যুবক খুনে ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিলপাড়ায় বিজয় দাস নামে এক যুবককে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁরই এক বন্ধুর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন অভিযুক্ত সুমন বিশ্বাস। শুক্রবার রাতে পুলিশ ব্যারাকপুর ওয়ারলেস মোড় এলাকা থেকে সুমন বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে। মৃতের স্ত্রী পাপিয়া দাস জানান, সুমন তাঁকে বাজে কথা বলেছিলেন। তা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে সুমনের ঝামেলা হয়েছিল। পাপিয়া দাসের দাবি, স্বামীকে খুনের ঘটনায় সুমন একা জড়িত নন। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে। ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে তিনি সরব হন। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে মদের আসরে বিজয়ের সঙ্গে সুমনের বচসা হয়েছিল। অভিযোগ, বেসামাল অবস্থায় থাকা বিজয়কে ইট দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করে সুমন। রক্তাক্ত অবস্থায় কোনওক্রমে বাড়িতে পৌঁছয় বিজয়। সেদিন বিজয়ের বাড়িতে কেউ ছিলেন না। শুক্রবার সকালে খাটে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল বিজয়কে। টিটাগড় থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

রাজ্য না, এবার জেলা ইলেকশন অফিসারের হাতে এফআইআর-এর দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবার সরাসরি হস্তক্ষেপ করল রাজ্যের নির্বাচন প্রশাসনে। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, রাজ্য এফআইআর না করার কারণে এখন সেই দায়িত্ব জেলার ইলেকশন অফিসার (ডিইও)-র কাঁধে তুলে দেওয়া হল। পেছনের ঘটনার সূত্রপাত গত বছর ৫ অগস্ট। ভোটার তালিকায় নাম অবৈধভাবে অন্তর্ভুক্ত করার এবং একাধিক তথ্যভ্রষ্টতার অভিযোগ ওঠে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর-সহ পাঁচজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

এবার কমিশন স্পষ্ট জানাচ্ছে, যেখানে রাজ্য দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে জেলা পর্যায়ের অফিসারকে সরাসরি দায়িত্ব নিতে হবে। অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করা হবে এবং তদন্ত শুরু করা হবে। রাজ্যে বর্তমানে চলছে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই এ ধরনের অনিয়মের খোঁজ পাওয়া এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। কমিশন মনে করিয়ে দিচ্ছে, ভোটার তালিকার শুদ্ধতা না থাকলে নির্বাচন প্রক্রিয়া বিপন্ন হবে। এফআইআর দায়েরের দায়িত্বের হস্তান্তরই প্রমাণ করছে, কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে কতটা জোর দেওয়া হচ্ছে।

'যত্রতত্র নয়, নিয়ম মেনে', শহরে ৪৮৭ ফিডিং জোন, পথকুকুর নিয়ে পুরসভার বড় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শহরে পথকুকুর খাওয়ানো নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন, মামলাজট ও বিতর্কের পর অবশেষে বড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরসভা। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে তৈরি হচ্ছে নির্দিষ্ট খাওয়ানোর জায়গা; ফিডিং জোন। মোট সংখ্যা ৪৮৭। সকাল ও সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট দু'ঘণ্টা করে খুলে থাকবে এই অঞ্চলগুলি। পশুপ্রেমীদের উদ্দেশে বার্তা স্পষ্ট; পথকুকুরকে আর রাস্তার যে কোনও কোণে নয়, নির্দিষ্ট জোনেই খাবার দিন। পুরসভার এক শীর্ষ কর্তার মন্তব্য, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে কুকুর খাওয়ানো চলবে না। শৃঙ্খলার মধ্যেই সহাবস্থান সম্ভব। বাজার, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে যেসব রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজারে হাজারে মানুষ চলাচল করেন, সেখানে ঘোরাফেরা করা কুকুরদের তুলে নিয়ে পরিবেশবান্ধব আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনাও শুরু হয়েছে। ধাপায় সেই উদ্দেশ্যে জমি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ নয়, দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা; এই ভাবনাই আমাদের। নির্বীজকরণ, টিকাকরণ নিয়ম মেনেই চলছে। গত পাঁচ বছরে জলাতঙ্ক আক্রান্তের একটি রিপোর্টও শহরে পাইনি। তাঁর আরও দাবি, কুকুর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শূন্যপদ পূরণ নিয়েও পুরসভা সক্রিয়।

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট, দু'দিক থেকেই স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে; রাস্তার মাঝখানে, আবাসিক পাড়ায় বা জনবহুল এলাকায় কারও ব্যক্তিগত উদ্যোগে খাবার দেওয়া যাবে না। সেই নির্দেশের পরই পুরসভার সমীক্ষা শুরু হয়। কোন রাস্তায় কত কুকুর, কোথায় বেশি খাওয়ানো হয়; সব নথিভুক্ত করে তবেই নেওয়া হয়েছে ফিডিং জোন তৈরির সিদ্ধান্ত। একই জায়গায় বহু কুকুর খেতে এলে মারামারি বা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে; তাই প্রতিটি স্পটে দু'টি আলাদা খাওয়ানোর জায়গা রাখা হচ্ছে। বর্তমানে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে প্রায় ৮৪ হাজার পথকুকুরের বসবাস। ধাপার কাছে পুরসভার ডগ গ্রাউন্ডে একসঙ্গে ২৫০টি কুকুর রাখার সুবিধা আছে, সেখানেই চলবে চিকিৎসা, নির্বীজকরণ ও টিকাকরণ। শহরে পথকুকুর খাওয়ানো নিয়ে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বে একপক্ষের অভিযোগ; রাস্তায় গায়ে গায়ে কুকুর খাওয়ানো বিপজ্জনক। আরেক পক্ষের বক্তব্য; খিদে পেলে আক্রমণাত্মক হয় কুকুর, তাই খাওয়ানোই মানবিক। নতুন বিধি তাই স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে; সহানুভূতিও থাকবে, শৃঙ্খলাও থাকবে।

ভিনরাজ্য থেকে হাজির সাধু। ছবি: অদিতি সাহা

বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে চার্জিং স্টেশন ও আলাদা ইভি পার্কিং গড়ে তোলার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা সায়েন্স সিটির উল্টো দিকে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য চার্জিং স্টেশন ও আলাদা ইভি পার্কিং গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতে এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ই-টেন্ডারের মাধ্যমে অভিজ্ঞ ইভি চার্জিং অপারেটর ও অ্যাগ্রিগেটরদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে, মেলা প্রাঙ্গণের পার্কিং এলাকার প্রথম তলায় প্রায় ৮,১৯০ বর্গমিটার জায়গা ইভি-র জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। ওই এলাকায় কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক গাড়ি পার্কিং ও চার্জিংয়ের অনুমতি থাকবে। নির্বাচিত সংস্থাকে স্পষ্ট সাইনেজ বসিয়ে এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। এই প্রকল্প মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে চলবে। প্রাথমিকভাবে মাসিক ভাড়া ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, তার বেশি দর দিয়েই সংস্থাগুলিকে বিড করতে হবে। চুক্তির মেয়াদ প্রথমে তিন বছর, পরে শর্তসাপেক্ষে বছরে বছরে নবীকরণের সুযোগ থাকবে।

চার্জিং স্টেশন স্থাপনের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে নির্বাচিত সংস্থাই। চার্জার বসানো থেকে শুরু করে ট্রান্সফরমার, কেবলিং, বিদ্যুৎ লোড বাড়ানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁদেরই। বিদ্যুৎ খরচও সংস্থাকেই দিতে হবে নির্ধারিত ইভি চার্জিং ট্যারিফ অনুযায়ী।

শীতের সাময়িক ছাড়, কুয়াশার দাপট অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে শীতে আপাতত সাময়িক বিশ্রাম। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় আগামী কয়েকদিনে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আগামী সপ্তাহে ফের শীতের আক্রমণ শুরু হবে বলে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস শুক্রবার রাতে জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে চার জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে।

শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে, যা সাম্প্রতিক দিনে রেকর্ডকৃত মানের তুলনায় খানিকটা বেশি। হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিম ভারতের পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পঞ্জাব সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। তার প্রভাব পড়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতেও। একটি সাবট্রপিক্যাল ওয়েস্টার্লি জেট স্ট্রিম রয়েছে, যার কারণে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি

পাচ্ছে। রবিবার পর্যন্ত এই প্রবণতা বজায় থাকবে। এরপর দু-তিনদিন তাপমাত্রা স্থির থাকবে, তারপরে ফের হাওয়ায় পরিবর্তন আসবে এবং শীতের চেনা পরিস্থিতি ফিরে আসবে।

একই সঙ্গে ওড়িশার উপকূলে তৈরি বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জলীয় বাষ্প প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে কুয়াশার দাপট বাড়ছে। বিশেষ করে কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম-সহ মুর্শিদাবাদে কুয়াশা ঘনভাবে দেখা দিতে পারে। উত্তরবঙ্গের ছবি দক্ষিণবঙ্গের থেকে ভিন্ন। পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকলেও চার জেলায় বৃষ্টি হতে পারে; দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি।

গত শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ১.১ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৯ ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ মান ছিল ৯৬ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৫৩ শতাংশ। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সাময়িক উষ্ণতার মধ্যে কুয়াশার ঘনত্ব বজায় থাকায় দক্ষিণবঙ্গের মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে।

সম্পাদকীয়

বছর পড়তেই দুই ঝটকা, বেসামাল ঘাসফুল শিবির

যত দিন গড়াচ্ছে একের পর এক দুর্নীতির প্যাঁচে জড়িয়ে পড়ছে বাংলার শাসকদল। সবে পড়েছে নতুন বছর ২০২৬। আর বাংলায় এই ছাব্বিশের গুরুত্বই আলাদ। কারণ, মোটামুটি তিন মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গের হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল গত দেড় দশক ধরে ক্ষমতায় থাকলেও এবার ছবি আলাদা। দুর্নীতির দায়ে দলের অনেক রাঘব বোয়াল থেকে চুনোপুঁটি গরাদের ভিতর। এই অবস্থায় আম জনতার সামনে তাঁরা কী নিয়ে দাঁড়াবে কূলকিনারা করতে পারছে না। নতুন বছরের শুরুতেই আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। দুটি ঘটনায় ফের নতুন করে প্যাঁচে পড়েছে তৃণমূল। দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যের কারামন্তী চন্দ্রনাথ সিনহাকে নিয়ে অস্বস্তি বাড়ল দলের অন্দরে। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কারামন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। গত আগস্টে বীরভূমের বোলপুরের তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তদন্তকারীদের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির টাকা ঘুরপথে মন্ত্রীর কাছে গিয়েছে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকবার চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসাবাদও করে ইডি। এবার মন্ত্রীর স্ত্রী এবং তাঁর দুই ছেলের নামে থাকা ফ্ল্যাট, জমি মিলিয়ে প্রায় চার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এই মামলায় মন্ত্রীকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে চন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনি লড়াই চলেছে ইডির। শেষ পর্যন্ত তাঁকে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন দেয় বিশেষ আদালত। তবে তদন্ত প্রক্রিয়া থামেনি। একই সঙ্গে এবার দুর্নীতির অভিযোগে পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে গারদে ভিতর ঠাঁই হল তৃণমূলের এগরা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন নায়েকের। সরকারি জমি বেআইনিভাবে লিজ দেওয়া এবং আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এখন ছাব্বিশের মুখে এই জোড়া ধাক্কা কীভাবে সামলায় তৃণমূল সেটাই দেখার।

শব্দছক ৩৩

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. পুষ্প চন্দনের সুগন্ধ ৩. দড়ি ৫. সত্বর ৬. ভাদ্রের ফল ৮. শাস্তি ১০. অতিক্রম করা ১২. অভিপ্রায় ১৪.কনের দোসর ১৫. জননী ১৬. যা বয়ে চলেছে ১৮. ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল যেখানকার হাতি বাংলায় ঢুকে পড়ে ১৯. দাম ২০. মিশ্রিত ২২. শ্রবণেন্দ্রিয় ২৩. অহঙ্কার ২৪. আদ্যাশক্তি
ওপর-নিচ: ১. জানোয়ার ২. বল্লরী ৪. পালকি ৫. উত্তর-পূর্ব ভারতের এক রাজ্য ৭. যাত্রীর সঙ্গে বিবিধ মালপত্তর ৮. বার্ষিক হিসাব-নিকাশ ৯. কুচানো ভেজানো খড়ে গোখাদ্য ১১. শ্রেষ্ঠা, প্রধানা ১৩. কালোবর্ণ গাবজাতীয় গাছ ১৬. মন্দ ১৭. চক্ষু ১৮. মমতা ২১. খাটুনি ২২. শরীর

সমাধান ৩২ — পাশাপাশি: ১. রাশি ৩. কাঁদুনি ৬. জলদ ৮. বন্যা ৯. রঙ্গিলা ১০. শিকার ১২. বর্ণ ১৩. গয়া ১৪. ঘুলঘুলি ১৬. কুটল ১৮. পল ১৯. রক্ষক ২১. আনন ২২. মাল
ওপর-নিচ : ১. রাজন ২. শিল ৪. দুর্বার ৫. কন্যা ৭. দমকা ৮. বলাবলি ১০. শিয়াকুল ১১. রঘুনন্দন ১৫. ঘুঙুর ১৭. শিকল ১৮. পর্ণ ২০. ক্ষমা

আজকের দিন

■ ১৯৩২ — ভারতীয় স্বাধীনতা নেতা মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন।
■ ১৯৫৯ — চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছানো প্রথম মহাকাশযান লুনা ১ উৎক্ষেপণ করা হয়।
■ ২০১০ — বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন বুর্জ খলিফা দুবাইতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ।

জন্মদিন

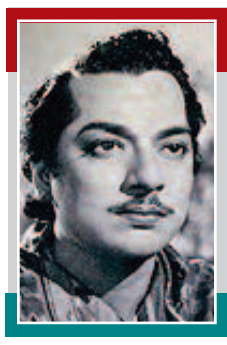

প্রদীপকুমার

১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রদীপকুমারের জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ডেইজি ইরানির জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নিরূপা রায়ের জন্মদিন।*

হ্যাপি নিউ ইয়ার নয়

শুভ নববর্ষই বাঙালি অস্মিতার পরিচয়বাহী

স্বপনকুমার মণ্ডল

অনুকরণপ্রিয় বলে বাঙালি নিজেই নিজেকে গালমন্দ করে । সেখানে হ্যাপি নিউ ইয়ারের মৌতাতে মশগুল বাঙালিকে নিয়েই বাঙালির মুখর কটাক্ষের ফুলঝুরি অবিরত ঝরে পড়ে । বাবু থেকে সাহেব সাজার বাতিকে তখন তার বাঙালিত্বের প্রতি শুধু অনীহাই জাগে না, হীনমন্যতায়বোধে অস্বীকার করার প্রবণতাও জারি হয় । যেন বাঙালি হওয়ার জন্যই তার সাহেব হওয়া হল না। অথচ যতই ব্যর্থ মনোরথে আফশোস করুক না কেন,বাঙালি মনেপ্রাণেই বাঙালি। আর তা বোঝা যায় তার জীবনে,যাপনে। তার মধ্যে স্বাজাত্যপ্রীতির অভাব নেই, সংকট নেই তার যাপনেও। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় পরিপুষ্ট হলেও বাঙালি তার অপরাজেয় স্বভাবজয়ী প্রকৃতিতে আজও তার মাছেভাতের জীবন, বারো মাসে তেরো পার্বণের যাপন অবিচ্ছিন্ন অবিরত । সেখানে গ্রহণের আভিজাত্য আন্তর্জাতিক হলেও যাপনের আপনত্বে এখনও স্বদেশীয় । মনের বিস্তারে তার নিজের মনটাকে নিঃস্ব করে তোলেনি,বরং যাপনে আপন করে সতেজ রেখেছে । প্রয়োজনে সাজসজ্জায় বদল আনলেও মনে সেই ভেতো বাঙালি,বিদেশে গিয়েও মাছভাত খোঁজে,দামী হোটেলেও মায়ের হাতে রান্না । সেখানে হ্যাপি নিউ ইয়ারে মেতে উঠলেও শুভ নববর্ষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে বিস্তার লাভ করে । পূজাকে উৎসবে মিলিয়ে দেওয়া তার বাতিক, প্রয়োজনকে আয়োজনে বিস্তার করাই তার স্বধর্ম । এজন্য পুরনোকে নতুন করে পাওয়ার প্রত্যাশায় নব ও শুভের আয়োজন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেখানে নব নব রূপে আসার আমন্ত্রণ আন্তরিক হয়ে ওঠে, শুভের আড়ম্বরে তার সদিচ্ছায় শুভের ছয়লাপ স্বমূর্তি ধারণ করে । শুভময় বাঙালির শুভকামনা,শুভেচ্ছা থেকে শুভাশিস সর্বত্র তার শুভ হোক-এর দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় । সেখানে নববর্ষকে শুভ বলায় তার স্বভাবসুলভ শুভ দৃষ্টি আসলে শুভাকাঙ্ক্ষার নামান্তর । সময়ের আবর্তনে বসন্তের বর্ষবিদায়ে বিজয়ার আবহের মধ্যেই তার নববর্ষের আগমনী সুর বেজে ওঠে । এজন্য নতুন করে পাওয়ার আনন্দে পুরনোকে বিদায়েও বিষাদ জেগে ওঠে না,বরং জীবনের নবযাত্রার শুভ সূচনা মনকে জাগিয়ে তোলে,চাগিয়ে দেয় । এজন্য হ্যাপি নিউ ইয়ারের উন্মাদনায় যতই হ্যাপি হওয়ার আয়োজন চলুক,তাতে তার মনের সংযোগ ঘটে না। শুভ নববর্ষের মধ্যে তার প্রাণের পরশ,তার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অপার আনন্দ, অনন্ত সম্ভাবনা । বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দিনেও হালখাতার পাতার মতোই নতুন করে জীবন রাঙানোর আয়োজনে শীতলতার হাতছানি তাকে পেয়ে বসে বলেই তীব্র উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়াতেও শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা মুখে মুখে ফেরে। তার সঙ্গে যে বাঙালির অস্মিতাবোধ বিজড়িত, বাঙালি জীবনের মাঙ্গলিক শুভযাত্রার সূচনা ।

আসলে সময়কে আমরা আমাদের মতো ভাগ করি, সাজিয়ে তুলি। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে,রাত গভীর হলে ভোর জেগে ওঠেই সকালের প্রতীক্ষা করে । অথচ রাত-দিনে সকাল-দুপুর-বিকেলের আবহ বা সন্ধ্যা থেকে ভোরের প্রবাহ জুড়েই আমাদের জীবনের রংবাহারি আয়োজনে কত না তার আলো-আঁধারি খেলা, কত না তার বিচিত্র প্রকাশ,তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে ঋতুরঙ্গশালাতেও জীবনের বিস্তার বর্ণরঙিন ও মনোহর । ভালোমন্দের চেয়েও তার বৈচিত্রময় প্রকাশ আমাদের প্রাণিত করে,আমাদের নতুন করে রাঙিয়ে দেয়।

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যেই কালবৈশাখীর ঝোড়ো বৃষ্টির প্রতীক্ষায় দুর্বিষহ জীবনের আর্তি শোনা গেলেও প্রাণে তার অপরাজেয় শক্তি । বর্ষার আগমনী তাতেই জেগে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যৈষ্ঠেই লিখে ফেলেন ‘নববর্ষা’ কবিতাটি । অবিরাম বৃষ্টিধারায় বিরহ প্রেমের শূন্যতাবোধ জেগে ওঠে । ঋতুরানী শরতের আগমনেই শারদীয়ার শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে আসে আগমনী,অচিরেই তাতে বিজয়ার বিষাদ এলেও পরের বছরের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে । সেখানে হারানোর ভয় নেই, নতুন পাওয়ার অবকাশ জারি থাকে অবিরত । অন্যদিকে ঋতুরানী থেকে ঋতুরাজের আগমনের মাঝেও চলে জীবনের রসাস্বাদনের বিচিত্র আয়োজন। হেমন্তর নবান্ন থেকে শীতের পৌষপার্বণ। সেদিক বাংলার ঋতুবৈচিত্রই বাঙালির মননে নতুন করে জীবনকে খুঁজে পাওয়ার অবকাশকে আকাশ করে তোলে। সেখানে বাঙালির রসিক প্রকৃতি আনন্দযাপনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় হেমন্তর শূন্য মাঠ বা শীতের শীতার্ত

আসলে সময়কে আমরা আমাদের মতো ভাগ করি, সাজিয়ে তুলি। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে,রাত গভীর হলে ভোর জেগে ওঠেই সকালের প্রতীক্ষা করে । অথচ রাত-দিনে সকাল-দুপুর-বিকেলের আবহ বা সন্ধ্যা থেকে ভোরের প্রবাহ জুড়েই আমাদের জীবনের রংবাহারি আয়োজনে কত না তার আলো-আঁধারি খেলা, কত না তার বিচিত্র প্রকাশ,তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে ঋতুরঙ্গশালাতেও জীবনের বিস্তার বর্ণরঙিন ও মনোহর । ভালোমন্দের চেয়েও তার বৈচিত্রময় প্রকাশ আমাদের প্রাণিত করে,আমাদের নতুন করে রাঙিয়ে দেয় । গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যেই কালবৈশাখীর ঝোড়ো বৃষ্টির প্রতীক্ষায় দুর্বিষহ জীবনের আর্তি শোনা গেলেও প্রাণে তার অপরাজেয় শক্তি । বর্ষার আগমনী তাতেই জেগে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যৈষ্ঠেই লিখে ফেলেন ‘নববর্ষা’ কবিতাটি । অবিরাম বৃষ্টিধারায় বিরহ প্রেমের শূন্যতাবোধ জেগে ওঠে । ঋতুরানী শরতের আগমনেই শারদীয়ার শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে আসে আগমনী,অচিরেই তাতে বিজয়ার বিষাদ এলেও পরের বছরের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে ।

জরাতুর প্রকৃতি সক্রিয় হতে পারে না। শীতের জরাগ্রস্ত জীবনের মধ্যেই যে নবযৌবনের আমন্ত্রণ এসে যায়! আবার ঋতুরাজ বসন্তের আমন্ত্রণে যৌবনের মৌবন হাতছানি দিলেও তা যে অচিরেই ফুলের মতো ঝরে যাবে,তাও বাঙালির অজানা নেই । এজন্য বসন্তের তাপে দগ্ধ হতে হতেই ফিনিক্স পাখির মতো তার শুভ নববর্ষের চেতাবনি নবজীবনের হাতছানি বয়ে আনে।

ঘরকুনো বাঙালি তার স্বকীয় প্রতিভায় যতই আবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ুক,তার মনের ঘরকে কখনও পর করে তোলেনি। এজন্য তার জীবনে যাপনে, চিন্তা-ভাবনায় যতই কৃত্রিমতা আসুক,তার মধ্যে প্রকাশের মধ্যে যতই নকলনবিশী থাকুক,মনেপ্রাণে তার বাঙালির অস্তিত্ব সগৌরবে সমান সচল । নববর্ষের মধ্যে তার একাত্মতাবোধ এখনও সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বিস্তারে দেশদেশান্তরে বাঙালির অস্তিত্বকে রাঙিয়ে দেয় । সেদিন তার অস্তিত্বের মূলে ফিরে যাওয়ার সদিচ্ছাতে শুধু নিজেকে খুঁজে পাওয়াই শেষ কথা নয়, তার চেয়েও বরং নিজেকে উত্তরণের নতুন পথে চলার আত্মানুসন্ধান জরুরি হয়ে ওঠে । আর সেখানেই আমি বাঙালির চেয়ে বাঙালির আমি প্রাধান্য লাভ করে । স্বভাবের অভাব হলে অস্তিত্বে সংকট অনিবার্য । যার আত্মপরিচয় নেই,সে বড় অভাগা। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার আত্মপরিচয় নির্মাণেও। সেখানে তার বাঙালি পরিচয়ে শুভ নববর্ষ শুধু নতুন বছরকেই উদযাপন করা নয়, নতুন করে নিজেকে আবিষ্কারেরও অমূল্য পরিসর।

প্রতিকূলতা জয় করেই জীবনের উত্তরণ ঘটে। সেখানে আনুকূল্য লাভের চেয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করার গৌরব ও সৌরভ অনেক বেশি মহিমান্বিত । সেখানে শুভ নববর্ষের উদযাপনের মধ্যেই সেই প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করার সাধনা সক্রিয় হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, ব্রত উদযাপনের নবদিশায় প্রতিকূলতাই যে জরুরি,তাও অনস্বীকার্য । কেননা আত্মত্যাগের মাধ্যমেই সাধনার পথ প্রশস্ত হয় । এজন্য পুরাতন জীর্ণতার মধ্যে নতুনের আবাহনে নতুনের আমন্ত্রণ আমাদের বিমুখ করে তোলে না, জাগিয়ে তোলে নববর্ষের শুভ চেতনা।

এজন্য গ্রীষ্মের ভয়ঙ্কর আবহের মধ্যেও ‘এসো হে বৈশাখ,এসো, এসো’’র আমন্ত্রণ আমাদের মনকে বিস্মিত করে না,বরং উজ্জীবিত করে। এই আমন্ত্রণে যে বাঙালির অসপত্ন অধিকার! নববর্ষ যে তার নবজীবনের ধ্বজাকে উড়িয়ে দেয়। সেই ধ্বজাই তো তার সাধ ও স্বপ্নের বার্তাবাহী বিজয়কেতন। তার দিকেই যে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে আজীবন।

অন্যদিকে বর্ষ মানে শুধু বছর নয়, দেশও। আমাদের দেশের নাম ছিল ভারতবর্ষ । সেদিক থেকে নববর্ষের মধ্যে নতুন দেশের হাতছানিও থাকে। সে দেশ যে বাঙালির একান্ত আপনার,তার সঙ্গে তার অস্মিতাবোধ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে । সেখানেই তার বিশ্ববাংলার দিগন্ত বিস্তার, বিশ্বলোকের অনন্ত আকাশ !

চর্চাবাসর ৪০

সিটি স্ক্যান নয়, কথাটা সি টি (কম্পিউটেড টমোগ্রাফি) স্ক্যান। মেডিকেল ইমেজিং পরীক্ষা এক্স-রে কম্পিউটার ব্যবহার করে হাড়, অঙ্গ, টিস্যু এবং রক্তনালীগুলির বিস্তারিত, ক্রস-সেকশনাল ‘স্লাইস’ বা ত্রিমাত্রিক ছবি দেখা যায়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কমিশনের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল!

১০৪ বছরের বৃদ্ধা উপস্থিত হিয়ারিংয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: কমিশনের নির্দেশকে কি বুড়ো আঙুল দেখালেন বিএলও? ১০৪ বছরের বৃদ্ধা স্বশরীরে হেয়ারিং সেন্টারে হাজির! নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে থোরাই কেয়ার, ১০৪ বছরের বৃদ্ধাকে সশরীরে আসতে হল হেয়ারিং সেন্টারে। বিএলও-র ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ২০৪ নম্বর বুথের বাসিন্দা বৃদ্ধার নাম শিবানী বোস, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালীতলার বাসিন্দা। অশোকনগর কল্যাণগড় বিদ্যামন্দিরে বৃদ্ধার হেয়ারিং করা হয়। নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়ে দিয়েছে ৮৫ উর্ধ্ব কোনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বা কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে স্বশরীরে হেয়ারিং সেন্টারে নিয়ে আসা যাবে না। তারপরেও ১০৪ বছরের বৃদ্ধাকে স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে হলো হেয়ারিং-এ। যা নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তাহলে কমিশনের নির্দেশকে কী বুড়ো আঙুল দেখালেন এই বিএলও? ১০৪ বছরের এক বৃদ্ধার স্বশরীরে হেয়ারিংয়ে আসা নিয়ে এমনটাই মন্তব্য শোনা গিয়েছে তাঁর

পরিবারের। নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশ রয়েছে ৮৫ বছরের উপরে বয়স্ক মানুষদের হেয়ারিং হবে বাড়িতেই। এছাড়া গর্ভবতী মহিলা অসুস্থদের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ রয়েছে কমিশনের। অথচ ১০৪ বছরের বৃদ্ধাকে স্বশরীরে আসতে হল হেয়ারিংয়ে। যদিও বিএলও অবশ্য সাফাই দিচ্ছেন, তিনি পরিবারকে বৃদ্ধার হেয়ারিং বাড়িতে হবে বলে জানিয়েছিলেন। তবে বৃদ্ধা নিজেই আসতে চেয়েছেন। অন্যদিকে এবিষয়ে বৃদ্ধার পরিবারের বক্তব্য, এমনটা জানানো হয়নি তাদের। যদি জানানোই হতো, তাহলে কেন তাঁরা কষ্ট করে আসতে যাবেন?

বৃদ্ধা শিবানীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ন'টা থেকে অশোকনগর কল্যাণগড় বিদ্যামন্দির স্কুলে হেয়ারিংয়ে নোটিশ দিয়ে আসতে বলা হয় অশোকনগর কালীতলা এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধা শিবানী বোসকে। বয়স্ক দেখে তাঁর হেয়ারিং বাড়িতে হতে পারে ভেবে সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত বাড়িতে অপেক্ষা করার পরেও বিএলও বা কমিশনের কেউ আসছে না-দেখে বাধ্য হয়ে হেয়ারিংয়ে টোটো ভাড়া করে তাঁকে আসতে হয়েছে। অন্যথায় যদি বাতিল হয়ে যায় তার হেয়ারিং। সম্প্রতি হেয়ারিংস্থলে এসে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধার অসুস্থর খবর পাওয়া গিয়েছে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে অশোকনগরের ২০৪ নম্বর পার্টির দায়িত্বে থাকা বিএলও দিপালী ঘোষ কিভাবে নিজের দায় এড়াতে পারেন! এবিষয়ে অবশ্য দায়িত্বে থাকা এইআরও মুখ খুলতে চান নি। বৃদ্ধার পরিবার জানিয়েছেন, ১৯৯৩ সালেও তারা ভোট দিয়েছেন পরে বিধানসভা ও ঠিকানা পরিবর্তন করার ফলে তাঁদের নাম বাদ গিয়েছিল। তবে প্রায় পনেরো বছর ধরে তাঁরা পুনরায় ভোটাধিকার পেয়ে ভোট দিচ্ছেন। এমনকি ভোটের সময় বৃদ্ধাকে বাড়িতে ভোটের ব্যবস্থাও করা হয়। যেভাবে একজন ১০৪ বছরের বয়স্ক বৃদ্ধাকে হেয়ারিংয়ে আসতে হল সেক্ষেত্রে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নিতো? প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে যে বিএলও তাঁকে বাড়িতে হেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করাতে পারলেন না, তাহলে তার কি ব্যবস্থা হবে! প্রশ্ন রয়েই যায়। এই নিয়ে ২০৪ নম্বর পার্টের বিএলও দিপালী ঘোষ বলেন, 'আমাদের কাছে যে নোটিস আসলো, আমরা ওটা ওনার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসলাম হেয়ারিং-এর জন্য কিন্তু আমি বলে এসেছিলাম যদি আপনি না আসতে পারেন তাহলে আমরা যাবো আপনার বাড়িতে। কিন্তু হঠাৎ করে কেন চলে আসলেন উনি আমার জানা নেই।' অন্যদিকে পাশের পার্টের অর্থাৎ ২০৫ নম্বর পার্টের বিএলও কুমারজিৎ দত্তকে দেখা যায় বৃদ্ধাকে ধরে লাইনে এগিয়ে দিতে। এই নিয়ে কুমারজিৎ বাবু বলেন, 'আমাদের নির্দেশ রয়েছে কোনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে এই হেয়ারিং-এ আসতে হবে না। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তি যারা রয়েছেন তাদেরকেও আসতে হবে না। কেন আসলেন, যিনি বিএলও ছিলেন তিনিই-বা কি বলেছেন সেটা আমি বলতে পারব না। তবে মানবিক দৃষ্টিতে এটা খারাপ লাগলো।' যদিও এই নিয়ে এইআরও তপন জ্যেতি ঘোষ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন চুরি, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ডাকে ধূপগুড়ি যতীনের হাট মাঠে 'পরিবর্তন সংকল্প সভায়' উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী-সহ বিধায়ক ও সাংসদ এবং জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

স্বরূপনগরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে!

কেক কেটে ২১৭ জনের তালিকার ব্যানার পঞ্চায়েতে টাঙিয়ে অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: রাজ্যে চতুর্থ বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই, কিন্তু স্বরূপনগরে নতুন বিধায়কের মুখ দেখতে চায় বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠীর। তিনবারের বিধায়ক বীনা মণ্ডলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিল স্বরূপনগরের তৃণমূল কর্মীদের একাংশ। এখানেই শেষ নয়, তাদের দাবি, ২১৭ জন সক্রিয় তৃণমূল নেতা, কর্মী, প্রধান, উপ প্রধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে তিনবারের বিধায়ক বীনা মণ্ডল। বিধায়ক স্বরূপনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভাজন করছেন তাই তাঁকে মানতে চাইছেন না কর্মীরা। তাই, কেক কেটে ২১৭ জনের নামের তালিকা ব্যানার করে ছাপিয়ে পঞ্চায়েতে টাঙিয়ে অভিনব প্রতিবাদ জনপ্রতিনিধিদের। এই বিষয়কে নিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বনগাঁ লোকসভার মধ্যে থাকা স্বরূপনগর বিধানসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। যদিও বিধায়ক বীনা মণ্ডল তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা দাবি করেছেন তাঁকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর বিধানসভার বিধায়ক বীনা মণ্ডল। তিনি তিন বারের বিধায়ক। একদিকে, সীমান্ত। অন্যদিকে, কৃষি প্রধান অঞ্চল বারবার তাঁকে জিতিয়েছে। অভিযোগ, যে তৃণমূল নেতা কর্মীরা তাঁকে তিনবার জিতিয়ে এনেছে, তার প্রতিদানে তিনি সেখানকার ২১৭ জন তৃণমূল নেতা, কর্মী সমর্থক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কখনও রেপ কেসে, কখনও ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, মারধরের অভিযোগে ফাঁসিয়েছেন বিধায়ক। বালতি নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুজিত সরকার বলেন, 'বিধায়ক নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য প্রকৃত তৃণমূল যারা করে তাঁদেরকে অন্যকে দিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছেন। তাই

আমরা এমন বিধায়ককে আর চাই না। আমরা নতুন মুখ চাই। তাঁকে আমরা ৪০-৫০ হাজার ভোটে জিতিয়ে এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দেব। বীনা মণ্ডল ছাড়া যাকেই দল প্রার্থী করবে তাঁর হয়েই আমরা লড়াই করে জিতিয়ে আনবো। সেই লক্ষ্যেই এদিন আমরা ২১৭ জনের নামের তালিকা বালতি নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে ব্যানার করে টাঙিয়ে তার সামনে কেক কেটে বিধায়ক বীনা মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ করলাম। যাতে বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছ পর্যন্ত পৌঁছায়।' পালটা দাবি করেছেন স্বরূপনগরের বিধায়ক। বীনা মণ্ডল বলেন, 'আমি যে অভিযোগ করেছি তাতে আমার কোনও সই আছে কি? এগুলো অপপ্রচার চলছে। আমাদের তৃণমূল নেতাদের দোকান ঘর ও বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। দল যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমি মানবো। তবে স্বরূপনগরে কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। আগামী ১৯ জানুয়ারি বারাসাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন। তার প্রস্তুতির মিটিং জন্য ১২ জানুয়ারি আমাদের স্বরূপনগরে একাধিক নেতা আসছেন, তার কর্মসূচি চলছে।' ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আগে স্বরূপনগরে বিধায়ক ও তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠী তৃণমূল নেতৃত্বের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যেভাবে প্রকাশ্যে আসলো তাতে অস্বস্তিতে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

সন্দেশখালিতে পুলিশের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: পুলিশের ওপর হামলা ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর সন্দেশখালিতে। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালীর ন্যাজাট থানার অন্তর্গত রাজবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির বোয়ারমারি এলাকায়। একজন পুলিসগ আধিকার সহ-তিন পুলিশকর্মী আহত। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার ৯ জন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান ও উপপ্রধানকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ন্যাজাট থানা রাজবাড়ি আউটপোস্টের এক পুলিশ আধিকারিক মুসা মোল্লা নামে ওই এলাকার এক ব্যক্তির জমি সংক্রান্ত বিবাদের কারণে হুলো পাড়ায় গিয়েছিলেন। ভেড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকদিন আগে ওই ব্যক্তিকে বসিরহাট মহকুমা আদালত স্তগিতাদেশ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি আদালতের নির্দেশ কোনমতে মানছিলেন না। তারপর ন্যাজাট থানার পক্ষ থেকে একাধিকবার তাকে নোটিশ করে ডাকাডাকি করা হয় তারপরে তিনি আসছিলেন না। এই মুসা মোল্লার খোঁজে শুক্রবার যখন পুলিস আধিকারিকরা তার বাড়িতে যায়। তাকে বাড়িতে পেয়ে মুসা মোল্লাকে রাজবাড়ি ফাঁড়িতে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিতেই, তিনি তার অনুগামীদের ডেকে পাঠায়। তার এসেই পুলিশকে মারধর শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক। একজন অফিসার সহ তিন জন পুলিশ কর্মী যখম হয়। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই হুলো পাড়া বয়ারমারি দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা নয়জনকে আজ বসিরহাট মহাকুম আদলাতে পাঠানো হয়। এবিষয়ে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, 'একটা ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে শুনেছি। পুলিশ প্রশাসনের উপর আক্রমণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে, যারা এমন কাজ করেছে তাদের পুলিশ শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।'

মহারাষ্ট্রে বাঙালি হেনস্তা, কেড়ে নেওয়া হল টাকা-পয়সা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মহারাষ্ট্রে কাজে গিয়ে বাঙালি বলে হেনস্তার অভিযোগ উঠল। ওডিশা, মহারাষ্ট্র, ছত্রিশগড়, রাজস্থান-সহ একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে নির্যাতনের অভিযোগ সামনে এসেছে।

দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের দিলীপ বাগদি, তপন বাউড়ি ও সমীর বাউড়ি নামে তিন ব্যক্তি কাজের জন্য মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় তাঁদেরকে টোটো থেকে নামিয়ে নানাভাবে হেনস্তা করে সমস্ত টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা বাঙালি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় তাদেরকে হেনস্তা করা হয়েছে মহারাষ্ট্রে। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের পলাশবুনি ও শীর্ষা গ্রামের বাসিন্দা তপন বাউড়ি, সমীর বাউড়ি ও দিলীপ বাগদি জানান, প্রায় চার মাস আগে একটি বেসরকারি খনন সংস্থায় কাজ করতে তাঁরা মহারাষ্ট্র যান। সেখানে বোরিং-এর কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার কাজ থেকে ছুটিতে বাড়ি ফেরার জন্য তাঁরা নাগপুর বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছান। সেখানে নিজেদের মধ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলছিলেন। সেখানে কয়েকজন স্থানীয় যুবক জড়ো হয়ে তাঁদের কাছে জানতে চান, তাঁরা কোথাকার বাসিন্দা? উত্তরে পশ্চিম বাংলার বাসিন্দা বলায়, বাংলাদেশি বলে ওই যুবকরা তাদের উপর চড়াও হয়। মারধর করার পাশাপাশি টাকা, পয়সা কেড়ে নেওয়া হয় তাঁদের কাছ থেকে। শনিবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন গোগলা অঞ্চল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি। এবং তাদেরকে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মধ্যে কোনও একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন বলেন।

মাটি চোরদের হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: খালের মাটি তুলে বিক্রি করলে জেল যাত্রা নিশ্চিত। সে যেই হোক না কেন। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা হলেও রেয়াত মিলবে না বলে হুঙ্কার দিলেন বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন। শনিবার বাগনান ২ নম্বর ব্লকের সন্তোষপুর হাজরা পাড়া থেকে দামোদর নদ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ কিলোমিটার খালের পুনঃসংস্কারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে বিধায়ক পরিষ্কার এই কথা জানিয়ে দেন পাশাপাশি খালগুলিকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব যে এলাকার বাসিন্দাদের সেটাও পরিষ্কার করে দেন। উল্লেখ্য, এই খালটি সংস্কার করায় কয়েকশো কৃষক যারা ধান, ফুল ও সবজি চাষের ওপর নির্ভরশীল তারা উপকৃত হবেন। প্রায় ৯৫ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে এই খাল সংস্কার করা হচ্ছে। বিধায়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, 'চেটুয়া খাল-সহ কয়েকটি জায়গা থেকে মাটি তুলে বিক্রি হচ্ছে বলে জানতে পেরেছি। যত বড়ই নেতা হোক না কেন ব্যবস্থা নেব। তৃণমূলের কর্মী হলে ও নেবো। খালের মাটি শুধু দুই পাড় তৈরি ও স্থানীয় রাস্তা সংস্কারের কাজে ব্যবহার হবে।' এদিন এলাকার মানুষ বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হুগলি জেলার পুঁইনানে বিশ্ব তবলীগি ইজতেমায় রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

আউশগ্রামে তৃণমূলের সহায়তা শিবিরে মানুষের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর-এর শুনানি। এবার থেকে শুনানি কেন্দ্রের পাশে হবে তৃণমূলের সহায়তা শিবির। গত ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার ১ লক্ষ ২০ হাজার বিএলএ ২-র সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি। তৃণমূলের সেনাপতির নির্দেশ পাওয়ার পরই সারা রাজ্যের প্রতিটি শুনানি কেন্দ্রের মত আউশগ্রাম বিধানসভার আউশগ্রাম ২ ব্লকের এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রের বাইরে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে খোলা হয় সহায়তা শিবির। আউশগ্রাম দুই ব্লকের মোট ২১৫৪ জন সন্দেহজনক ভোটারদের ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। আর এই ২১৫৪ জন ভোটারের শুনানির দিন যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রতিদিনই সহায়তা শিবিরে হাজির থাকছেন। শনিবার শুনানি প্রক্রিয়ার অষ্টম দিনে আউসগ্রাম দুই ব্লকের অমরপুর পঞ্চায়েতের শতাধিক সন্দেহজনক ভোটারকে ডাকে নির্বাচন কমিশন। আর এদিন সকাল থেকেই তৃণমূলের সহায়তা শিবিরে শুনানির জন্য আসা ভোটারদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। আউশগ্রাম ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ আবদুল লালন জানান, 'এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আমাদের বিএলএ ২-রা দিনরাত এক করে পরিশ্রম করে চলেছে যাতে একটাও বৈধ ভোটার যেন বাদ না পড়ে। শুনানি শিবিরের বাইরে শুধুমাত্র আমাদেরই সহায়তা শিবির এখানে অন্য কোন দলের কোনরকম সহায়তা শিবির এই ৮ দিন ধরে আমরা কেউ দেখতে পাইনি। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। বিজেপি শুধু ব্যস্ত মানুষের ভোটাধিকার কাড়তে।'

'উন্নয়নের সংলাপ' যাত্রায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এসআইআর অবহে 'উন্নয়নের সংলাপ' যাত্রায় তৃণমূল। এসআইআর শুনানি নিয়ে সাধারণ ভোটারদের হয়রানি ও অনিশ্চয়তার অভিযোগ তুলে মানুষের পাশে দাঁড়াতে 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি-সহ ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ ও সচেতনতা চালানো হয়। কর্মসূচিতে ভোটারদের সমস্যা শোনা, এসআইআর সংক্রান্ত ভোগান্তি লিপিবদ্ধ করা এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনমুখী প্রকল্প তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলার রাখি তিওয়ারি-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মী। ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটারদের অধিকার রক্ষায় তৃণমূল আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে এবং কোনও ষড়যন্ত্রে যাতে ভোটার তালিকা থেকে নাম না বাদ যায়, সে লড়াই চলবে।'

মৃত পরিযায়ী শ্রমিক দেবানন্দ সানার পরিবারের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: ভিন রাজ্যে পুলিশ হেপাজতে থাকা মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি। রাতেই তিনি মৃতের বাড়িতে যান এবং মৃত দেবানন্দ সানা-র মা ও দিদির সঙ্গে কথা বলেন এবং আর্থিক সাহায্যও করেন। পাশাপাশি দলগতভাবে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পুরো বিষয়টি যাতে তদন্তে উঠে আসে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক। বিধায়ক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পাশে দাঁড়ানো জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। গোয়ায় কাজ করতে গিয়ে পুলিশ হেপাজতে মৃত্যু হয়েছে হাসনাবাদ রামকৃষ্ণ পল্লির বাসিন্দার দেবানন্দ সানার। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূল নেতা কর্মীরাদের সহায়তায় শুক্রবার তার কফিনবন্দী দেহ বাড়িতে আসে। এই ঘটনায় শুধু পরিবার নয়, এলাকার মানুষও শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। পরিবারের অভিযোগ ছিল-দেবানন্দ সানাকে প্রথমে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তারপর গোয়ার হাসপাতাল থেকে পরিবারকে ফোন করে বলা হয়েছিল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ। তার দু'দিন পরে সেই হাসপাতাল থেকেই ফোন করে বলা হয় দেবানন্দ সানার মৃত্যু হয়েছে। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ পর ময়নাতদন্তের পড়ে পরিবারের দেহ ফিরে পায়। বিধায়ক জানান, হিন্দি বলয়ে বাংলা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চলছে। এই ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার এই বিষয়ে সোচ্চার হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগও নিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিক দেবানন্দ সানার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। জানা গিয়েছে, হিন্দি বলয়ের কিছু স্থানীয় মানুষ বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে মারধর করে। পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েও নির্যাতন করে। অসুস্থ হওয়ার পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালেই ওই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। আমরা দলগতভাবে পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি তাঁদের পাশে থাকবো বলে প্রতিশ্রুতি দেন চিকিৎসক বিধায়ক।

ফের চুরি বুলা চৌধুরীর হিন্দমোটরের বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফের বুলা চৌধুরীর হুগলির হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরের বাড়িতে চুরি। গত বছরের ১৫ অগস্ট পদ্মশ্রী সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। খোয়া গিয়েছিল তাঁর একাধিক মেডেল। সেই ঘটনার পরে চার মাসও কাটেনি। শনিবার তিনি ভাইয়ের বাড়িতে একটি পুজোয় অংশ নেওয়ার জন্য হুগলিতে গিয়েছিলেন। পাশেই রয়েছে তাঁর বাড়ি। নিজের বাড়িতে যান তিনি। বুলা চৌধুরী জানান, দরজা খুলে তিনি দেখেন, তাঁর বাড়ির সামনের ঘরের জানালার গ্রিল ভেঙে পড়েছিল। গোটা ঘর তছনছ হয়ে ছল। তবে কী চুরি হয়েছে, তা এখনও জানাননি বুলা। তাঁর কথায়, 'গত অগস্টে চুরির পরে প্রতি রাতে বাড়ি পাহারা দিত পুলিশ। তার পরেও কীভাবে চুরির ঘটনা ঘটল, তা বুঝতে পারছি না। কী চুরি গিয়েছে, তা বোঝার মতো অবস্থা এখন নেই।' ইতিমধ্যেই তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন উত্তরপাড়া থানায়। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৫ অগস্ট হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরে বুলা চৌধুরী বাড়িতে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। তাঁর বাড়ির পিছনের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে চোর এবং একাধিক পদক নিয়ে যায়। তদন্তে নেমে ৪০ ঘণ্টার মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং ২৯৫টি পদক উদ্ধার করে। সেই সময়ে বুলার পদ্মশ্রী স্মারক চুরি যাওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। পরে, আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে তা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তাঁর বাড়ির সামনে বসানো হয়েছিল পুলিশি পাহারা।

বুলা বলেন, 'এই বাড়িতে অনেক স্মৃতি রয়েছে। তাই ছাড়তে চাই না। সমাজে হয়তো দারিদ্রতা বেড়ে গিয়েছে, সে জন্য চুরির ঘটনা ঘটছে।' এ ঘটনা প্রসঙ্গে চন্দননগর কমিশনারেটের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস বলেন, 'এই বাড়ি থেকে আগেই তিনি দামী জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছেন। রাতে ওই বাড়িতে পাহারা থাকে। সন্ধ্যায় হয়তো এ ঘটনা ঘটেছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কাটোয়ায় সম্প্রীতির মিলনমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া পৌরসভার সম্প্রীতি মেলা ২০২৬-এর শুভ উদ্বোধন হল কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণে। মেলার উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক আয়েশা রানি এ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চ্যাটার্জী, কাটোয়ার মহকুমাশাসক অনির্বান বসু এবং কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কমলাকান্ত চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা। এবছর মেলায় মোট

৬০টি স্টল রয়েছে। স্টলগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেছে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আগে কাটোয়ায় জেলা সবেলা মেলা অনুষ্ঠিত হত। এবছর তা হচ্ছে না। এলাকাবাসী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে মেলা নিয়ে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে, সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই এই পৌর সম্প্রীতি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আমরা আশা করি, এই মেলা সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে।' উদ্বোধনের পর বিধায়ক, সভাধিপতি-সহ অন্যান্য অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে মেলায় এসে কেনাকাটা করা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই পৌর সম্প্রীতি মেলা চলবে আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

SBI

এসএমই এন এস রোড শাখা (১৫১৯৭)
টেলিফোন ভবন, ২য় তল, অ্যানেক্স বিল্ডিং, ৩৪ বিবিডি বাগ
কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল - sbi.15197@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশ শুরুর তারিখ থেকে)
১.	মেসার্স দীপক ট্রেডিং কোম্পানি (স্বত্বা : দীপক কুমার সাউ), ১১এ, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, বরো নং ৩, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত পিন - ৭০০০৬৭। **শাখার নাম : এসএমই এন এস রোড শাখা**	**অংশ ১** **(অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা)** অনুগ্রহ করে উল্লেখ্য সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন : চলতি সম্পদ, মজুত, লেনদেনে মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স এবং সমুদয় চলতি সম্পদ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি কোম্পারি নথিতে (তপশিল বি) উল্লিখিত মতে। ১. দায়বদ্ধ মজুত, আদায়যোগ্য এবং সমুদয় চলতি সম্পদ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ব্যাঙ্কের প্রদত্ত অর্থ থেকে সংগৃহীত। ২. ব্যক্তিগত জামিন : **শ্রী দীপক কুমার সাউ**, পিতা শ্রী শম্ভু নাথ সাউ। **অংশ ২** **(সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি)** সমপরিমা ণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক হল মালিকানা **শ্রী দীপক কুমার সাউ** (স্বত্বাধিকারী) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৮৩৫ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া ৩০৪৩ বর্গফুট কমবেশি দোতলায় আরএস দাগ নং ৭৪২২, ৭৪২৩, আরএস খতিয়ান নং ৫২৭/১, এলআর দাগ নং ৪৯৬০, ৪৯৬১, এলআর খতিয়ান নং ৯০০৭, ৯০০৮, তৌজি নং ১৬৭, আরএস নং ৯৫৩, হোল্ডিং নং ১৪৯/ এম, জি টি রোড, ওয়ার্ড নং ১৯, বৈদ্যবাটী পুরসভা অধীন, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। **হস্তান্তর দলিল নং ১৯০৩০২৯২২ -২০২৪ সালের তারিখ** ২০/০৪/২০২৪, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং এ-১৩, আরএস দাগ নং ৭৪২৩। দক্ষিণে : অংশত প্লট নং এ-৩ এবং ১০ ফুট চওড়া সড়ক। পূর্বে : প্লট নং এ-১৬, বাকি আরএস দাগ নং ৭৪২৪। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৭৪৩৬, ৭৪৩৮।	১৯.১২.২০২৫	১৮.১২.২০২৫	**৩,১২,০৫,৫৫৩.৯০ টাকা (তিন কোটি বারো লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা এবং নব্বই পয়সা) ১৯.১২.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ০৪.০১.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের!

আড়াই বছর ধরে তালা বন্ধ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি: গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে আড়াই বছর ধরে তালা বন্ধ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়। যার কারণে বিভিন্ন এলাকায় গাছের তলায় বসেই করতে হয় দলীয় কর্মীদের সভা। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের দোগাছিয়া এলাকায়। সেখানেই রয়েছে অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়টি। অভিযোগ, দলের দুই গোষ্ঠীর তরফে পার্টি অফিসের সদর গেটে পৃথক দু'টি তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এদিকে, দীর্ঘকাল ধরে পার্টি অফিস বন্ধ থাকায়, চরম দুর্ভোগে পড়েছেন দলের কর্মীরা। অভিযোগ, বাধ্য হয়ে বিভিন্নগাছের তলায় কিংবা ফাঁকা মাঠে বসেই কর্মীসভা করতে হচ্ছে অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বকে। দোগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল পার্টি অফিসের তালা খোলার বিষয়ে, একাধিকবার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তপন চ্যাটার্জি ও রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে জানানো হলেও আজ পর্যন্ত তালা খোলানোর কোনও ব্যবস্থা হয়নি বলেই অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূলের একাংশের। এদিকে বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার প্রথমবার প্রকাশ্যে মুখ খোলেন দোগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি মৃণাল কান্তি সরকার। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, 'দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই আড়াই বছর ধরে পার্টি অফিস তালাবন্দি। জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েও কোনও ফল পাইনি। একমাত্র সর্বভারতীয় যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হস্তক্ষেপ করলেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।' এদিন অঞ্চল সভাপতির পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে একাধিক সক্রিয় তৃণমূল কর্মীও। তাঁদের অভিযোগ, দলের ভিতরে কোন্দলের জেরে সংগঠন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। এই অঞ্চল থেকেই বিপুল ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক। অথচ এখন সেই এলাকাতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, উন্নয়নের টাকার 'কাটমানি' বণ্টন নিয়েই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই সংঘাত। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব বর্ধমান জেলা সফরে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টি তাঁর নজরে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে দোগাছিয়া তৃণমূলের একাংশ এমনটাই সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। দোগাছিয়ায় তৃণমূলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব কী বলছেন, তা নিয়েই এখন রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে।

তৃণমূলের গুন্ডাদের এনকাউন্টার, দলদাস পুলিশের উর্দি খুলে নেওয়ার নিদান বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: 'তৃণমূলের গুন্ডাগুলোকে এনকাউন্টার করার আর দলদাস পুলিশের উর্দি খুলে নেওয়ার' হুঁশিয়ারি বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের। 'জেল খাটা আসামি' বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। শুক্রবার বনগাঁর গোপালনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দক্ষিণ মণ্ডল ১ বিজেপির পক্ষ থেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সেই পথ সভায় ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল এবং পুলিশের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বপন বলেন, '২০২৬-এ মানুষ বিজেপিকে বাংলার মসনদে বসাবে। দলদাস পুলিশ এবং তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর গুন্ডাগুলো কান খুলে শুনে রাখুন, সবগুলোকে দেখে নেব। গুন্ডাগুলোকে এনকাউন্টার করব আর এই দলদাস পুলিশগুলোর উর্দি টেনে খুলে নেব।' দেবব্রত বসাক নামে বিজেপির স্থানীয় বুথ সভাপতির বাড়িতে গিয়ে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলে তাঁর উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। তৃণমূলের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বপন আরও বলেন, 'একটা বিজেপির গায়ে যদি হাত ওঠে ওই আঙুলটা স্বপন মজুমদার ভেঙে দেবে।' পাশাপাশি, বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে স্বপন বলেন, 'বিজেপির কোনও একজন কার্যকর্তার গায়ে হাত দিলে তার ঘাড় মটকে আমার কাছে যাবেন। থানা, পুলিশ, কোর্ট কাছারি যা আছে আমি স্বপন মজুমদার বুঝে নেব।' স্বপন মজুমদারের এহেন বক্তব্য প্রসঙ্গে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, 'স্বপন মজুমদার একটা অসামাজিক লোক। মাদক পাচারের জেল খাটা আসামি। আমরা পুলিশকে বলেছি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। ওনার বিধায়ক পদ খারিজ হোক আমরা সেটা চাইছি।' স্বপন মজুমদারকে 'মূর্খ' বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

দিদিগিরির অভিযোগ জেলা তৃণমূল মহিলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এবার দিদিগিরির অভিযোগ উঠল পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী মুনমুন সরকারের বিরুদ্ধে। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ)-র একটি নিকাশি নালা তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে পালটা দাবি করেছেন মুনমুন সরকার। ঘটনার সূত্রপাত দুর্গাপুরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীনগরপল্লি সি ব্লকে। বৃষ্টি হলেই এলাকায় জল জমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে এডিডিএ প্রায় ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বড় নিকাশি নালা তৈরির কাজ শুরু করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওই নিকাশি নালার ওপর দিয়েই তৈরি হওয়ার কথা ছিল এলাকার মানুষের চলাচলের রাস্তা। অভিযোগ, শনিবার কাজ শুরু করতে গেলে এডিডিএ-র ইঞ্জিনিয়াররা বাধার মুখে পড়েন। স্থানীয়দের নিয়ে জেলা তৃণমূলের মহিলা শাখার ওই নেত্রী কাজ বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় এডিডিএ কর্তৃপক্ষ। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের এক ইঞ্জিনিয়ার জানান, 'রাস্তার নিকাশি নালা তৈরি হচ্ছিল এক জায়গায় জল জমা হচ্ছিল এবং সেই জমা জল কিভাবে বের করা যাবে সেই পরিকল্পনা মাফিক আজ কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোনও একজন শাসকদলের মহিলা নেত্রী এসে কাজ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন, আজকাল সকলেই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছেন, তাই আমরা আর কি করবো কাজ বন্ধ আছে, তাই দাঁড়িয়ে আছি।'

৪ কোটি টাকা ব্যয়ে টাউন হল সংস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় করে বর্ধমানের প্রসিদ্ধ বংশগোপাল টাউন হল সংস্কার করে উদ্বোধন হল নতুন বছরের শুরুতেই। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সংস্কার করারপর এই টাউন হল উদ্বোধন করা হয়। বর্ধমান শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এসে উপস্থিত হয়েছিলেন টাউন হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। শতবর্ষ প্রাচীন এই টাউন হল সংস্কারের অভাবে নানান জায়গা ক্ষতির মুখে পড়েছিল। পুরানো ঐতিহ্যকে বজায় রেখে পুনরায় সেই টাউন হলের সংস্কার করা হলো। এছাড়াও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে সামগ্রিক ব্যবস্থার। বর্ধমানের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই বংশগোপাল টাউন হল শহরের সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের অন্যতম জায়গা। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলের সভা সমিতি থেকে শুরু করে নাটক বা বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক কর্মসূচি হয় এই টাউন হলে। কিন্তু সংস্কার না হওয়ার জন্য নানা সময় অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতো। দাবি ছিল শহরের মানুষের সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের হাল যাতে পুনরুদ্ধার করা হয়। বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে অবশেষে বংশগোপাল টাউন হল সংস্কার করা হয়। তারপর তা উদ্বোধন করা হয়। আগে টাউন হলে বসার আসন ছিল কাঠের। বর্তমানে তা আধুনিকমানের বসার চেয়ার থেকে শুরু করে লাইট সাউন্ড-সহ গোটা হলের আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই টাউন হলের এই নব রূপের জন্য অত্যন্ত খুশি শহরের মানুষজন। আগামী দিনে টাউন হলের সৌন্দর্য্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সকলকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এমনটাই জানিয়েছেন পৌরপতি পরেশচন্দ্র সরকার।

কাজ হয়েছে নিম্নমানের!

ভেঙে পড়ল কালভার্ট, সরব খোদ পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শ্যামলা অঞ্চল জুড়ে চলছে মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ। দ্রুত গতিতে সেই কাজ হলেও, কিছু ঠিকাদার সংস্থা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে বলেই বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধারণ মানুষ অভিযোগ করছিলেন। এবার সাধারণ মানুষের অভিযোগ নয়, কাজ যে খুবই নিম্নমানের হয়েছে সে বিষয়টি সরাসরি প্রত্যক্ষ করলেন পঞ্চায়েত প্রধান অসিত মণ্ডল। তারপরই তিনি নড়েচড়ে বসেন। পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশেই ডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় কালভার্টটি। বেশ কয়েকদিন আগে শ্যামলা অঞ্চলের খোট্টাডিহি গ্রামের প্রধান রাস্তার উপর তৈরি হয় ওই কালভার্ট। এমনকি এই কাজের টেন্ডার পাওয়া ঠিকাদার সংস্থাকেও নির্দেশ দেওয়া হয় পুনরায় কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। যাতে এটি ব্যবহারের জন্য দীর্ঘমেয়াদি হয়।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে বেশ কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' কর্মসূচির অধীনস্থ রাজ্যের কোনায় কোনায় চলছে উন্নয়নযজ্ঞ। বাদ পড়েনি জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শ্যামলা অঞ্চল। কিন্তু উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগোলেও কিছু ঠিকাদার সংস্থা নিজেদের পকেট ভরানোর জন্য নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে বলে, এলাকায় উন্নয়ন হলেও ক্ষোভ থেকে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে। ঠিক তেমনই শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোট্টাডিহি গ্রামের প্রধান রাস্তাই একটি কালভার্ট নির্মাণের জন্য টেন্ডার পায় স্থানীয় এক ঠিকাদার সংস্থা। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পাঁচ থেকে সাত দিনের মাথায় সেই কালভার্টটি ভেঙে পড়ে। বিষয়টি সমাজ মাধ্যমে দ্রুত গতিতে ভাইরাল হয়। তারপরই নড়েচড়ে বসে এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান। পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলা হয় কালভার্টটি এবং ঠিকাদার সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয় পুনরায় নির্মাণ করার জন্য। এই বিষয়ে শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসিত মণ্ডল জানান, 'মানুষ আমাদেরকে পদ দিয়েছে। মানুষের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু এলাকায় উন্নয়ন হওয়ার পরেও মানুষ সন্তুষ্টি লাভ না করলে সেটাকে উন্নয়ন বলে না। তাই কাজের সঙ্গে কোনো আপোস করে না শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েত। বর্তমানে নিম্নমানের ওই কালভার্টটি সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে টেন্ডার প্রাপ্ত এজেন্সিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই কালভার্ট যেন পুনরায় নির্মাণ করা হয়।' পঞ্চায়েত প্রধানের এমন উদ্যোগকে এলাকার মানুষ সাধুবাদ জানিয়ে বলেন এমন পঞ্চায়েত প্রধান এলাকায় থাকলে উন্নয়ন নিশ্চিত।

শুনানির আগেই বৃদ্ধের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর রিষড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডাক এসেছিল এসআইআরের শুনানিতে। ৪ জানুয়ারি ছিল শুনানির দিন। তার আগে ৮৫ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর রিষড়ায়। শনিবার সকালে রিষড়ার মাতৃসদনে ভর্তি করা হয় ধনঞ্জয় চতুর্বেদীকে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। বাড়িতেই শয্যাশায়ী ছিলেন। এরই মধ্যে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পেতেই দুশ্চিন্তা বাড়ে। সেই আতঙ্কেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। মৃতের ছেলে রাজেন্দ্র চতুর্বেদী জানান, তাঁর বাবা দীর্ঘকাল বড়বাজারের একটি স্কুলে কর্মরত ছিলেন। প্রায় ৮০ বছর ধরে তাঁরা রিষড়ার বাসিন্দা। গত ২৯ ডিসেম্বর বিএলও-র পক্ষ থেকে তাঁদের বাড়িতে একটি শুনানির নোটিস দিয়ে যাওয়া হয়। তারপর থেকেই বাবার দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে ছেলের অভিযোগ, 'বাবা সারাক্ষণ ভাবতেন এই বয়সে অসুস্থ শরীরে শুনানিতে কোথায় যাবেন, কী করে যাবেন? যদি নাম বাদ চলে যায় তবে কী হবে? এই দুশ্চিন্তাতেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।' শনিবার সকালে তাঁকে রিষড়া মাতৃসদনে ভর্তি করা হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ৫ জানুয়ারি রাজেন্দ্রবাবুর নিজেরও শুনানির দিন ধার্য রয়েছে বলে জানাচ্ছেন তিনি। বৃদ্ধের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র। তিনি বলেন, 'এটি অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, এই বয়সে এসেও একজন মানুষকে নিজের ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে। প্রশাসনের এই পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষ হয়রান হচ্ছেন।' রিষড়ার বিজেপি কাউন্সিলর মনোজ সিং পরিবারের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'বৃদ্ধের বয়স হয়েছিল এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসকদের মতে তাঁর পটাশিয়ামের মাত্রা কমে গিয়েছিল। নিজের মৃত বাবাকে নিয়ে রাজনীতি করছেন তাঁর ছেলে।'

ফের যোগাসনে বাঁকুড়ার মেয়ের সোনা জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আবারও যোগাসনে জয়জয়কার বাঁকুড়া জেলার। যোগাসনা ভারত (ন্যাশনাল যোগাসনা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন) পরিচালিত ষষ্ঠ সব জুনিয়র এবং সিনিয়ার বেঙ্গল ন্যাশনাল প্রকাশনা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হল। ২৯১২ ২০২৫ থেকে ২/১২- ২৫ পর্যন্ত এই চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্রের ধ্রুব গ্লোবাল স্কুল নাসিকে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অল বাঁকুড়া যোগাসনা স্পোর্টস্ অ্যাসোসিয়েশন বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক দিপ্তাম্বর হালদার জানান, এই প্রতিযোগিতায় অল বাঁকুড়া যোগাসনা স্পোর্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সিনিয়র বি গার্লস গ্রুপে ব্যাক বেণ্ডিং ইভেন্টে স্বর্ণপদক পেল কোতুলপুর ইলেভেন বুলেটস ক্লাবের টিনা খাতুন ও সাব জুনিয়ার গার্লস গ্রুপে আর্টিস্টিক সিঙ্গেল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ মেডেল পেল শুভারম্ভ যোগা একাডেমি, মরার এক নম্বর ক্যাম্পের সম্পূর্ণা শীল। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ যোগাসনের স্পোর্টসের ইন্ডিয়া টিমের সিলেকশন ট্রায়ালের জন্য মনোনীত হল টিনা খাতুন।

হুগলির বিধায়ক ও সাংসদের হাত ধরিয়ে দ্বন্দ্ব মেটানোর বার্তা দিলেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির সাংসদ ও বিধায়কের দ্বন্দ্ব মেটাতে মাঠে নামলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বিধায়ককে বিধায়কের মতো থাকতে দিন, আমায় আমার মতো...', তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন। ভোটের আগে হুগলিতে তাঁদের দু'জনের সেই মনোমালিন্য নিয়ে কম চর্চা হয়নি। তবে, সামনে নির্বাচন। নির্বাচন পর্যন্ত এক হয়ে চলার বার্তা। ভোট মিটলে দু'জনকেই লাঠি তুলে দেবেন বলেও জানালেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। বিধায়ক ও সাংসদ রচনার হাত ধরিয়ে দ্বন্দ্ব মেটানোর বার্তাও দিলেন কর্মীদের সামনে। শনিবার চুঁচুড়ার একটি হলে তৃণমূলের কর্মী বৈঠক ছিল। এসআইআর পর্বে তাঁদের কী করণীয়, তার ব্যাখ্যা ছিল বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। তবে সেই সবকে ছাপিয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অসিত মজুমদারের 'দ্বন্দ্ব' মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখ্য, শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কয়েকটি বিধানসভা দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার চুঁচুড়া বিধানসভার সেই বৈঠকে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে এক হয়ে চলার বিষয়ে অনেকটা সময় ব্যয় করেন কল্যাণ। এদিন, অসিত মজুমদারকে কার্যত ধমকের সুরে সাবধান করে দেন। কল্যাণকে বলতে শোনা যায়, 'অসিতের কান পাতলা। কেউ কিছু বললে সেটা শুনে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে। রচনা ভাল মেয়ে। তাঁর সঙ্গে কোনও সমস্যা থাকার কথা নয় বলেন। তবে অসিত বিধায়ক হিসাবে দারুন কাজ করেন। কিন্তু ওর মুখ খুব খারাপ।' কল্যাণ বলেন, 'আগে তো একসঙ্গে ঘুগনি খেতিস। আমি রিকোয়েস্ট করছি। ভোটের আগে ছ'মাস কাজ করো। তারপর লাঠি দিয়ে দেব যত খুশি মারামারি করো।' তিনি এও জানিয়েছেন, 'রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাওয়ার কিছু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি দলে এসেছেন। সাংসদ হয়েছেন। তাঁর একটা সম্মান আছে। সেটা রাখতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনের আর ছয় মাস বাকি। এই সময় কোনও দ্বন্দ্ব রাখা যাবে না।' যা কিছু মনোমালিন্য আছে, সেটা মিটিয়ে ফেলার ডাক দেন কল্যাণ। অসিত-রচনার দ্বন্দ্ব যে শনিবার থেকে মিটল সেটা বোঝাতে দুজনের হাত ধরিয়ে দেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। এদিন, তিনি বাকি নেতা-নেত্রীদেরও সাবধান করে বলেন, 'কেউ রচনার কানে বা কেউ অসিতের কানে খুসখুস করবে না।' বৈঠক শেষে রচনা বলেন, 'কল্যাণ দা আমাদের অভিভাবক। উনি যেমনটা বলেছেন সেটাই হবে। কিন্তু দলের যারা কর্মী তাঁদের সম্মান দিতে হবে আগে। দলের কর্মসূচি হলে সেই কর্মসূচিতে তাঁদের ডাকতে হবে। অসিতদার সঙ্গে আমার কোনও ঝামেলা নেই। অনেক সময় কাজের ক্ষেত্রে মতের মিল হয় না। উনি আমার থেকে রাজনীতিতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। কাজ করব।' অপরদিকে, অসিত মজুমদার বলেন, 'যা কিছু ছিল সব মিটে গিয়েছে। রচনা আমার নিজের বোনের মত। ওর ছবি নিয়ে আমার নাতনি বাড়িতে খেলা করে। কাল থেকে দেখবেন চুঁচুড়ায় অন্য ছবি।'

জলে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির, তিন ঘণ্টা পর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: নতুন বছরের শুরুতেই চারিদিকে যখন বর্ষবরণের আমেজ, ঠিক সেই আবহেই পুকুরের জলে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত খোট্টাডিহি গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম জয়ন্ত রুইদাস, বয়স আনুমানিক ৩২। ঘটনাটি ঘটে, শনিবার ভোর আনুমানিক ৫টা নাগাদ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ এবং জেলা সিভিল ডিফেন্সের বিপর্যয় মোকাবিলা দল। দীর্ঘ তিন ঘন্টা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেহ উদ্ধার হয়। বর্তমানে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ দেহটি নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য। উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বর থানার অধীন খোট্টাডিহি গ্রামের দাসপাড়ার বাসিন্দা জয়ন্ত রুইদাস। দীর্ঘদিন ধরে জয়ন্ত মদ্যপান করত বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। এলাকাবাসীর অনুমান এদিনও হয়তো সে মদ্যপ অবস্থায় পুকুরে জলে নেমে পড়ে এবং গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় মানুষজন ভিড় জমায় পুকুরের পাড়ে, খবর দেওয়া হয় পাণ্ডবেশ্বর থানায়। এছাড়াও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে খবর দিলে পশ্চিম বর্ধমান জেলা সিভিল ডিফেন্সের একটি টিম দ্রুত পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল দীর্ঘ তিন ঘন্টার তৎপরতাই জয়ন্তর মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতের স্ত্রী লক্ষ্মী রুইদাস জানান, 'প্রতিদিন মদ্যপান করতো আমার স্বামী যার ফলস্বরূপ নিয়মিত বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকতো। সেই কারণে আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে আমি

বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। প্রায় এক সপ্তাহ হল জয়ন্তর সঙ্গে আমার কোনও রকম কোনও কথা হয়নি। কিন্তু শনিবার সকালে আমি হঠাৎই জানতে পারি আমার স্বামী জলে ডুবে গেছে, তারপরই হন্তদন্ত হয়ে আমি ছুটে আসি শ্বশুরবাড়িতে এবং এসে দেখি পুকুর পাড়ে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল এসে আমার স্বামীকে খোঁজাখুঁজি করছে। দীর্ঘ প্রায় তিন ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে আমার স্বামীর দেহ উদ্ধার হয় এবং পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে।' উৎসবের আবহে শ্যামলা অঞ্চলের খোট্টাডিহি গ্রামে মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মৃতের পরিবারের নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

উদ্বোধনের ৪ মাস পরেই বিকল জলপ্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের কাষ্ঠশালীতে পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্প উদ্বোধনের একমাস পরেই বিকল। গত চার মাস ধরে পরিশ্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না স্থানীয় বাসিন্দা সহ নদী পারাপারে আসা মানুষজন। এ বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনিক আধিকারিকরা নজর না দেওয়ায় হতাশ অনেকেই। পূর্বস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ৪০০ মিটার দূরে কাষ্ঠশালী-শংকরপুর ফেরিঘাট। একদিকে যেমন শত শত যাত্রী এখান থেকে নৌকোয় চেপে নদিয়ার শংকরপুর-পূর্বস্থলীর মধ্যে যাতায়াত করেন। তেমনই প্রতিদিন কাষ্ঠশালীর 'স্রোত' গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য মানুষ স্নান করতে আসেন। গুরুত্বপূর্ণ এই গঙ্গার ঘাটে কোনও পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অর্থানুকুলে এক বছর আগে এখানে সোলার সাবমারসিবল পাম্প বসানো হয়। কিন্তু ঠিকাদার সংস্থা, অতি নিম্নমানের উপকরণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করায় এক মাসের মধ্যেই তা বিকল হয়ে যায়। তারপর থেকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনিক আধিকারিকরা এবিষয়ে আর খোঁজ খবর নেয়নি বলে অভিযোগ। ফলে এখানে আসা বাসিন্দারা আর কোনরকম পরিশ্রুত জল পান করতে পারছেন না। প্রশাসনের উদাসীনতায় অনেকেই এখন হতাশ। আর কয়েক মাসের ব্যবধানেই ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পটি মেরামত হবে কিনা, তা নিয়ে অনেকে ধন্দে আছেন।

ডুবুরিহীন আরামবাগ মহকুমা

স্থায়ী ডুবুরি না থাকায় উদ্ধারকার্যে বিলম্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শেষ কয়েক দিনে আরামবাগ মহকুমায় ৯ জন শিশু থেকে যুবক জল ডুবি হয়ে মারা যায়। কোনও ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে ডুবুরি পাওয়া যায়নি। আরামবাগ মহকুমায় স্থায়ী ডুবুরি না থাকায় সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একদিকে যেমন কাউকে বাঁচানো যাচ্ছে না, তেমনি সঠিক সময়ে মৃতদেহও উদ্ধার করা যাচ্ছে না। ডুবুরিহীন আরামবাগ মহকুমা। অথচ আরামবাগ মহকুমা নদীমাতৃক জায়গা। দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণের কিছু অংশ আরামবাগ মহকুমার উপর দিয়ে প্রভাবিত। এরপর তো খালবিল, পুকুর-সহ নানা জলাশয় আছে। তাই প্রতি বছর জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা বেশ কয়েকটি ঘটলেও প্রশাসনের ঘুম ভাঙেনি। স্থায়ী ডুবুরি রাখার চেষ্টাও করা হয়নি বলে অভিযোগ। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, হুগলি জেলায় নাকি ১২ জন ডুবুরি রয়েছে। তাহলে জেলার চারটি মহকুমাতে ৩ জন করে ডুবুরি থাকার কথা। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে ১২ জন ডুবুরি নাকি চুঁচুড়াতে রয়েছে। যদিও

চুঁচুড়া চন্দননগরের উপর দিয়ে হুগলি নদী প্রভাবিত হয়েছে। তাই প্রশাসন একটু বেশি সতর্ক। কিন্তু আরামবাগ মহকুমা নদীমাতৃক জায়গা হওয়ায় সত্ত্বেও কেন অবহেলিত? কেন ডুবুরির টিম স্থায়ী ভাবে রাখা হবে না? জল ডুবির ঘটনা ঘটার পর কেন মৃতদেহ উদ্ধার করার জন্য চুঁচুড়া থেকে আনতে হবে, উঠছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, বিগত চার দিন আগে আরামবাগের মনসাতলা এলাকায় একজন যুবক পিকনিক করতে গিয়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে তলিয়ে যায়। ডুবুরি না থাকায় আরামবাগের সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের লোকজন চেষ্টা করে উদ্ধার করতে পারেনি। দ্বিতীয় দিন ডুবুরি আনা হয়। সেদিনও উদ্ধার হয়নি। তৃতীয় দিন ডুবুরিদের অক্সিজেন সিলিন্ডারে অক্সিজেন না থাকায় তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। পরে স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় মৃতদেহ উদ্ধার হয় নদী থেকে। এরপরই আরামবাগে স্থায়ী ডুবুরি রাখার দাবি উঠতে থাকে। এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'আরামবাগে অবশ্যই স্থায়ী ডুবুরির প্রয়োজন। বার বার দাবি তোলা সত্ত্বেও এখনও কার্যকর হয়নি। আসলে এটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা। মহকুমার বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরে বিপর্যয় মোকাবিলা করার মত কোনও পরিকাঠামোই নেই।' অপরদিকে এই নিয়ে আরামবাগ বিডিও অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, দপ্তর সূত্রে জানা যায়, 'ইতিমধ্যেই আরামবাগে স্থায়ী ডুবুরি রাখার জন্য জেলা শাসকের কাছে প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে।' অপরদিকে আরামবাগ মহকুমা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের আধিকারিক রাজা রায় বলেন, 'স্থায়ী ডুবুরির অভাব আছে। আমরা উচ্চ প্রশাসনে জানিয়েছি। সমস্যা মিটে যাবে। সবমিলিয়ে আরামবাগ মহকুমায় স্থায়ী ডুবুরি না থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে।'

আন্দামান সফরে অমিত শাহ
খতিয়ে দেখলেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

পোর্টব্লেয়ার, ৩ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়গুলির ওপর আলোচনা করা হয়।

সাইবার অপরাধ মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমন্বয়, সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং সক্ষমতা, এই চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি বহুমুখী কৌশলের ওপর জোর দেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কৌশলগত গুরুত্ব নিয়েও একটি পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিকেলে শ্রী বিজয় পুরম, যা পূর্বে পোর্ট ব্লেয়ার নামে পরিচিত ছিল, সেখানকার আইটিএফ গ্রাউন্ডে ন্যায় সংহিতা সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। পরে, তিনি নেতাজি স্টেডিয়ামে বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিন দিনের সফরে গত রাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছেছেন। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এটি দ্বীপপুঞ্জে অমিত শাহের দ্বিতীয় সফর।

অন্যদিকে, নারী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের অগ্রদূত সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক্স মাধ্যমে তিনি সাবিত্রীবাই ফুলেকে স্মরণ করে লেখেন, 'সাবিত্রীবাই ফুলের জীবন সর্বদা দেশ গঠনে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।'

অমিত শাহ আরও জানান, 'সাবিত্রীবাই ফুলে নারীদের শিক্ষার মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত করে নারীর ক্ষমতায়নের এক নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি দেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সমাজ সংস্কারের চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক জীবন সর্বদা দেশ গঠনে একটি পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।'

ছত্তিশগড়ে বড় সাফল্য, পৃথক এনকাউন্টারে নিহত ১৪ মাওবাদী

রায়পুর, ৩ জানুয়ারি: নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। শনিবার সুকমা এবং বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে ১৪ মাওবাদী। সুকমা জেলায় নিহত হয়েছে দুই মাওবাদী এবং বিজাপুরে একসঙ্গে ১২ জন মাওবাদীকে খতম করেছে সুরক্ষা বাহিনী। সুকমা জেলায় এনকাউন্টারে মাংদু নামে এক মাওবাদী-সহ ১২ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, বিজাপুরে হুঙ্গা মদকম নামে এক কুখ্যাত মাওবাদী-সহ দুই মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং নকশাল-বিরোধী অভিযানের দায়িত্বে থাকা রোহিত শাহ বলেন, 'গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সুকমার কিস্তারাম থানা এলাকায় একটি অভিযান চালানো হয়। সংঘর্ষে ১২ জন নকশাল নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে কোন্টা এরিয়া কমিটির সদস্য মাংদুও ছিল। ঘটনাস্থল থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে।'

সূত্রের খবর, কিস্তারামে মাওবাদীদের বেশ কয়েক জন ডিভিশন্যাল কমিটি মেম্বার (ডিভিসিএম) জড়ো হয়েছিলেন। সন্দেহ করা হচ্ছে, উচ্চপর্যায়ের কোনও বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। অন্য দিকে, বিজাপুরে শনিবার ভোর ৫টায় বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হন দুই মাওবাদী সদস্য। দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, গত বছরে বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ছত্তিশগড়ে ২৮৫ জন মাওবাদী নিহত হন। তার মধ্যে ২৫৭ জনের মৃত্যু হয় বস্তার অঞ্চলে। বাকি ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে গরিয়াবন্দ জেলা এবং রায়পুর ডিভিশনে।

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পরিদর্শন রেলমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পরিদর্শন করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বৈষ্ণব বলেন, ট্রেনটি রাতারাতি এবং দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই স্লিপার পরিষেবাটি এই মাসের দ্বিতীয়ার্ধে গুয়াহাটি ও কলকাতার মধ্যে চালু করা হবে, যা ভারতীয় রেলওয়ের অধীনে দীর্ঘ দূরত্বের রেলযাত্রায় একটি বড় অগ্রগতি চিহ্নিত করবে।

তিনি আরও বলেন, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি ভারতের সেমি-হাই-স্পিড রেল রূপান্তরের পরবর্তী পর্যায়কে দিশানির্দেশ করে, যা দ্রুত ভ্রমণ, আরাম এবং আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয়। বৈষ্ণব উল্লেখ করেন, ট্রেনটি আরামদায়ক স্লিপার বার্থ, স্বয়ংক্রিয় দরজা এবং আধুনিক শৌচাগার-সহ অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা দিয়ে সজ্জিত।

কাশ্মীর উপত্যকায় চলছে চিল্লাই কালান, ঠান্ডায় কাঁপছে ভূস্বর্গ

শ্রীনগর, ৩ জানুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক রয়েছে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে শ্রীনগর, পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশ। গত ২১ ডিসেম্বর থেকে ৪০ দিনব্যাপী শীতলতম আবহাওয়া, চিল্লাই কালানদ শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে বৃষ্টি অথবা তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি দুর্বল পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তর কাশ্মীরের কিছু অংশে হালকা বৃষ্টি এবং তুষারপাত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। ৬ জানুয়ারি উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরে পার্বত্য এলাকায় হালকা তুষারপাত হতে পারে। সেই সময় মেঘলা থাকবে আবহাওয়া। এরপর ৭-১৫ জানুয়ারি সময়কালে আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ। আগামী ৩ দিন জম্মু ও কাশ্মীরের কোথাও কোথাও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

জমজমাট ঠান্ডা দিল্লিতে, শীতে কাঁপছে রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: শীত ও কুয়াশার ঘনঘটা অব্যাহত জাতীয় রাজধানীতে। শনিবার সকালেও কনকনে ঠান্ডায় ঘুম ভেঙেছে জাতীয় রাজধানীর। একইসঙ্গে কুয়াশায় বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ধীর গতিতে চলাচল করে যানবাহন। শীত ও কুয়াশার মধ্যে দূষণে নাভিশ্বাস জাতীয় রাজধানী। তবে, শনিবার আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

এদিন সকালে দিল্লির অনেক স্থানেই বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল সামান্য মন্দ পর্যায়ে। দূষণে জেরবার দিল্লিতে আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছেই না। এদিন সকালে দিল্লির কয়েকদিন স্থানে বাতসের গুণগতমানের সূচক বা একিউআই ছিল ২৩০-এর ঊর্ধ্বে। যা মন্দ পর্যায়েই পড়ে।

প্রথম স্নান, পৌষ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান

প্রয়াগরাজ, ৩ জানুয়ারি: কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই শনিবার সকালে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। ভোর থেকেই ত্রিবেণী সঙ্গমে জড়ো হন বহু মানুষ। পৌষ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেন তাঁরা।

পৌষ পূর্ণিমা উপলক্ষেই এদিন পুণ্যস্নান করেন বহু মানুষ। একইসঙ্গে মাঘ মেলা ২০২৬-এর প্রথম দিনে প্রথম স্নান করলেন বহু মানুষ। প্রথম স্নান উপলক্ষ্যে কঠোর নিরাপত্তার বন্দোবস্তও ছিল। সঙ্গমে মোতায়েন করা হয় বিপুল পুলিশ বাহিনী।

ইসিআই নেট অ্যাপ সম্পর্কে দেশবাসীর পরামর্শ চাইল কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: ইসিআই নেট অ্যাপ সম্পর্কে দেশবাসীর পরামর্শ চাইল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন দেশের সমস্ত নাগরিককে ইসিআই নেট অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং অ্যাপের 'সাবমিট এ সাজেশন' ট্যাবটি ব্যবহার করে অ্যাপটির আরও ভালোর জন্য নিজেদের পরামর্শ জানাতে বলেছে।

দেশবাসী আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত নিজেদের পরামর্শ জানাতে পারবেন। ইসিআই নেট অ্যাপটি জনগণের সামনে আরও সহ করে তুলে ধরার জন্যই জনগণের পরামর্শ চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

শীতে জবুথবু উত্তরপ্রদেশ, ঘন কুয়াশায় কমেছে দৃশ্যমানতা

লখনউ, ৩ জানুয়ারি: কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তরপ্রদেশ। জৌনপুর, আগ্রা, প্রয়াগরাজ, মোরাদাবাদ সর্বত্রই জমজমাট ঠান্ডা। তীব্র শীতে রীতিমতো জমে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা। এরইমধ্যে ভোগান্তি বাড়াচ্ছে ঘন কুয়াশা। কুয়াশার ঘনঘটায় শনিবার সকালে অনেকস্থানেই কমেছে দৃশ্যমানতা। ফলে বিঘ্নিত হয়েছে যানবাহন চলাচল। দিনের আলো ফুটছে দুপুরের দিকে, ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত চারিদিকে শুধুই কুয়াশা। আপাতত এই কুয়াশা থেকে নিস্তার পাবে না উত্তরপ্রদেশ। এদিন সকালে তাজনগরী আগ্রাও ছিল দূষণের কবলে।

মেক্সিকোতে ৬.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প, মৃত ২, ভাঙল বাড়ি

মেক্সিকো সিটি, ৩ জানুয়ারি: ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মেক্সিকো। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৫। জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। অনেক বাড়ি ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার মেক্সিকোর রাজধানী এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের একটি পর্যটন কেন্দ্রে ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এতে অন্তত দু'জন নিহত হন এবং ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের কাছের একটি ছোট শহরে মাঝারি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি একটি প্রধান বন্দর ও সমুদ্রসৈকত শহর আকাপুলকোর কাছে সকাল ৮টার কিছু আগে অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটি প্রায় ৪০০ কিলোমিটার (২৫০ মাইল) উত্তরে মেক্সিকো সিটিতেও অনুভূত হয়েছিল, যেখানে সাইরেনের শব্দ শুনে মানুষ নিরাপত্তার জন্য রাস্তায় ছুটে আসেন এবং ছুটির দিনের সপ্তাহান্তের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজধানীতে নিজের দ্বিতীয় তলার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার সময় পড়ে গিয়ে ৬০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি মারা যান। শহরের মেয়র ক্লারা ব্রুগাদা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, আরও ১২ জন আহত হয়েছেন, তবে দেশের বৃহত্তম শহরটিতে বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

মুদ্রাস্ফীতি-নিষেধাজ্ঞার চাপে ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্র

তেহরান, ৩ জানুয়ারি: তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতির জেরে ইরানে সরকার ও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। ২৮ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই আন্দোলন রাজধানী তেহরান-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে আরও জোরালো রূপ নিয়েছে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে তেহরানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে, পাশাপাশি মাশহাদ, কোম ও জাহেদানের মতো শহরে রাস্তায় নামেন বিক্ষোভকারীরা। জাহেদানে জুমার নামাজের পর খামেনেই-বিরোধী স্লোগান ওঠে। মাশহাদ, কাজভিন, হামদান ও তেহরান মিলিয়ে বহু শহরে আন্দোলন চলাকালীন নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটেছে।

প্রতিবাদকারীরা কট্টর মৌলবাদী শাসনের অবসান ও রেজা পাহলভির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তুলেছেন। ইতিমধ্যেই ২২টি প্রদেশের ৪৬টি শহর এবং প্রায় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। বহু ব্যবসায়ী দোকানপাট বন্ধ রেখে সমর্থন জানিয়েছেন। মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত অন্তত ৭ জন নিহত, ৩০ জনের বেশি আহত এবং ১১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিস্থিতির মধ্যেই ইরানের মুদ্রা সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডিসেম্বরে মুদ্রাস্ফীতি ৪২.২ শতাংশে পৌঁছেছে, খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ৭২ শতাংশ।

ময়দান

দলে ফিরলেন অধিনায়ক গিল, সহ-অধিনায়ক শ্রেয়স, এখনও বঞ্চিত শামি
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘোষিত ওডিআই দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণা করেছে। এই দল নির্বাচন ঘিরে যেমন স্বস্তি রয়েছে, তেমনই রয়েছে একাধিক চমক ও বিতর্ক। ঘাড়ের চোট কাটিয়ে ফিরে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন শুভমন গিল। তাঁর নেতৃত্বে দল নতুন ভাবে সাজানোর বার্তা দিয়েছে বোর্ড। চোট সারিয়ে সহ-অধিনায়ক হিসাবে ফিরেছেন শ্রেয়স আয়ারও, তবে তাঁকে দলে রাখা হয়েছে শর্তসাপেক্ষে। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের ফিটনেস রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ না খেলার কারণে তাঁর খেলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে শারীরিক সক্ষমতার ওপর। চোট পাওয়ার পর এখনও কোনও অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট ম্যাচ খেলেননি শ্রেয়স। অস্ট্রেলিয়া সফরে তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে পেটে চোট পান তিনি, যার পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল তিন মাসের মতো সময় লাগবে তাঁর সুস্থ হতে, কিন্তু তিনি প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত রিহ্যাব শেষ করে ফিরেছেন। চোটের দু'মাস পরেই ক্রিকেটে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। আগামী ৬ জানুয়ারি মুম্বইয়ের হয়ে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয় হজারে ট্রফির ম্যাচে তিনি খেলতে পারেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওএ) তাঁর রিহ্যাব চলছিল। সেখানে 'রিটার্ন টু প্লে ম্যাচ সিমুলেশন' নামে একটি ৫০ ওভারের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেন শ্রেয়স। সেই ম্যাচে কোনও সমস্যা না হওয়ায় বোর্ডের চিকিৎসকেরা তাঁকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার ছাড়পত্র দেন। যদিও তাঁর মুম্বইয়ের ম্যাচ খেলার পরই বোঝা যাবে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ ও ধকল সামলানোর মতো ফিটনেস তিনি অর্জন করতে পেরেছেন কিনা। এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ভারতের দুই গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ড্য এবং পেস বোলিংয়ের প্রাণভোমরা জসপ্রীত বুমরাহকে।

এর প্রধান কারণ আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। বোর্ড চায় না, বিশ্বকাপের আগে এই দুই ক্রিকেটার আবার চোট-সমস্যায় পড়ুক। তাই তাঁদের শারীরিক চাপ কমাতে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে দল খেলেছিল, মূলত সেই স্কোয়াডকেই ধরে রাখা হয়েছে। ফলে নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটেননি নির্বাচকরা, যার নেতৃত্বে রয়েছেন অজিত আগরকর। বিজয় হজারে ট্রফিতে সরফরাজ খান, দেবদত্ত পাড়িক্কল এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের মতো ক্রিকেটাররা দারুণ পারফর্ম করলেও জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। তাঁদের অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্তে বোঝা যাচ্ছে, নির্বাচকেরা অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত ক্রিকেটারদের উপরই আস্থা রেখেছেন।

আগামী সপ্তাহেই আইএসএলের দিনক্ষণ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএল নিয়ে টালবাহানা চলছেই। একের পর এক চিঠি দেওয়া নেওয়া চলছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও ফেডারেশনের মধ্যে। এরই মধ্যে এআইএফএফ বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, আগামী সপ্তাহে জানিয়ে দেওয়া হবে আইএসএলের দিনক্ষণ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের জরুরি কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, দেশের শীর্ষস্তরের পুরুষদের ফুটবল লিগ এবার ফেডারেশন নিজেই পরিচালনা করবে। এআইএফএফ-আইএসএল কো-অর্ডিনেশন কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। লিগ কবে থেকে শুরু হবে, সেই দিনক্ষণ আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

এদিকে আগামী ৫ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত খোলার পরেই ভারতীয় ফুটবলের যাবতীয় জট খোলার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং এফএসডিএল-এর মধ্যে চলা দড়ি টানাটানির জেরে থমকে রয়েছে দেশের প্রধান ফুটবল লিগ। সূত্রের খবর, ফেডারেশনের এক বরিষ্ঠ কর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আদালতের নির্দেশ মিললে বাণিজ্যিক স্বত্ব অর্থাৎ 'কমার্শিয়াল রাইটস'-এর জন্য নতুন করে টেন্ডার ডাকতে পারে এআইএফএফ। যদিও এফএসডিএল দীর্ঘমেয়াদী বা প্রায় ২০ বছরের জন্য বাণিজ্যিক স্বত্ব দাবি করেছিল। জানা যাচ্ছে, নতুন টেন্ডারে সেই দাবি মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফেডারেশনের বর্তমান যা আর্থিক পরিস্থিতি, তাতে এফএসডিএল-এর মতো লগ্নিকারী ছাড়া লিগ চালানো প্রায় অসম্ভব। ইতিমধ্যেই এফএসডিএল-এর সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ায় বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে ফেডারেশন।

২৫ জানুয়ারি দুর্গাপুর আন্তর্জাতিক ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এই প্রথম দুর্গাপুরে আন্তর্জাতিক ম্যারাথন, জমকালো স্পোর্টস কার্নিভালে - ২০২৬ এর সূচনা। এবার ভারতের ক্রীড়া মানচিত্রে নতুনভাবে জায়গা করে নিতে চলেছে দুর্গাপুর। লালবাবা রাইস দুর্গাপুর স্পোর্টস কার্নিভাল ২০২৬ - এর অংশ হিসেবে চলতি মাসেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রথম দুর্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ম্যারাথন। 'রান ফর ইউনিটি' শীর্ষক ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছে ২৫ জানুয়ারি, রবিবার - আয়োজক দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়। উদ্যোক্তাদের আশা, দেশ ও বিদেশের বহু দৌড়বিদ ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করবেন। ওই ম্যারাথনে ৪টি বিভাগ রয়েছে - ২১ কিলোমিটার হাফ ম্যারাথন, ১০ কিলোমিটার, ৫ কিলোমিটার এবং ২ কিলোমিটার ফান রান। ২১ ও ১০ কিলোমিটার বিভাগে মোট ৫ লক্ষ টাকার পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিটি নথিভুক্ত দৌড়বিদ পাবেন অফিসিয়াল টি-শার্ট, ফিনিশার মেডেল ও ডিজিটাল টাইমিং সার্টিফিকেট।

এই ম্যারাথন শুধু নয়, স্পোর্টস কার্নিভালে থাকছে ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, খো-খো, টেবিল টেনিস, ফুটবল ও ক্রিকেটের মতো একাধিক ইন্ডোর ও আউটডোর প্রতিযোগিতা, পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের জন্য। এমনতর উদ্যোগটিকে বরং সমর্থন জানিয়েছে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। প্রেস ক্লাব, কলকাতায়

সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন যে, প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক তথা বিশিষ্ট ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার হোসে ব্যারেটো, অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায় - সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের সভাপতি সন্দীপ দে জানান, এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য দুর্গাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্রীড়া সংস্কৃতিকে আরও মজবুত করা এবং তরুণ প্রজন্মকে খেলাধূলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

ইতুর ইতিবৃত্ত

ডাঃ সতীনাথ ভট্টাচার্য

হিমেল পরশমাখা অগ্রহায়ণ মাস হেমন্তের সুর শুনিয়ে সদ্য বিদায় নিয়েছে। শীতের শুরুতে নদীয়ার জীবনরেখা জলঙ্গি নদীতে কমে এসেছে জল। নদীর পাড়ে নির্দ্বিধায় চলছে ধানের বীজতলা তৈরির কাজ। গত ১৬ ডিসেম্বর ছিল যড়শীতি সংক্রান্তি (অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি)। এদিন বাংলার ঘরে ঘরে একমাস ধরে চলা ইতুপুজোর সমাপন হয়েছে। এদিন বিকেলে কৃষ্ণনগরে জলঙ্গি নদীর বিসর্জন ঘাটে ইতুর ঘট নিমজ্জনের জন্য হাজির হয়েছিলেন মায়েরা, বোনেরা। জলঙ্গির জলে ইতুর ঘট, সরার সাথে সাথে নিমজ্জিত হলো একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা পুজোসামগ্রী। নদীপাড়ে উপস্থিত একজন নদীপ্রেমী বিশিষ্ট কৃষ্ণনাগরিক নদীতে প্লাস্টিক ফেলতে বারণ করায় তাঁর সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কয়েকজন ইতুর ঘট নিমজ্জনকারী। কেউ কেউ আবার তাঁর চোখের সামনেই বেপরোয়াভাবে নদীর বুকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা পুজোসামগ্রী ছুঁড়ে ফেলতে থাকেন। দূষণে দূষণে জর্জরিত রুগ্ন নদী পরিত্রাহি চিৎকার করতে থাকে। এদিন সন্ধ্যায় মহাকালী প্রতিমা নিমজ্জনের জন্য কয়েকজন বিসর্জন ঘাটে উপস্থিত হন। কিন্তু, তখন ইতুর ঘট, সরা, পুজোসামগ্রী এবং প্লাস্টিকে ভরপুর বিসর্জন ঘাট প্রতিমা নিমজ্জনের অনুকূল ছিল না। তাই, তখন তাঁরা প্রতিমা নিয়ে বাধ্য হয়ে অন্যত্র চলে যান। এদিন সন্ধ্যায় জলঙ্গিপাড়ে গিয়ে নদীর শোচনীয় অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠেন ডা যতন রায়চৌধুরী, শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 'সেভ জলঙ্গি'র সক্রিয় সদস্যগণ। দু'বছর আগে ২০২৩ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে এক আশ্চর্য ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে ইতুপুজোর ব্রতী মা-বোনেদের। গত ১৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ছিল যড়শীতি সংক্রান্তি (অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি)। সেই বছর কৃষ্ণনগরে ইতুর ঘট নিমজ্জিত করতে বিকেলবেলায় জলঙ্গি নদীর বিসর্জন ঘাটে এসেছিলেন অনেকে। এসেই সকলের চক্ষু চড়কগাছ। বিসর্জন ঘাট একেবারে নির্জলা - একফোঁটা জলও নেই। নোংরা আবর্জনা আর কচুরিপানায় পরিপূর্ণ। তাই, বাধ্য হয়ে মনের দুখে তাঁরা জলঙ্গির বিসর্জন ঘাটে জলের পরিবর্তে স্থলেই রেখে যান সরাসমেত ঘট। জলহীন জলঙ্গির বিসর্জন ঘাট দেখেও কারও কোনও হেলদোল ছিল না। তবে, পুজো-আচ্চা থেমে নেই। নদীর বুকে দিনরাত সাঁতার কাটে পুজোসামগ্রী, নোংরা আবর্জনা আর প্লাস্টিক। হেমন্তে গোটা অগ্রহায়ণ মাস ধরে চলে ইতুপুজো। জলঙ্গির জল শুষে নিয়ে এই নদীর অববাহিকাজুড়ে ঘরে ঘরে ইতুপুজো কি আদৌ সার্থক হচ্ছে ?

ইতুপুজো বাঙালির একান্ত ঘরোয়া উৎসব তথা লোক উৎসব। ইন্টারনেটের যুগে শহুরে উৎসবের জোয়ারে এখনও যে হারিয়ে যায় নি গ্রামের নিজস্বতা , তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ইতুপুজো। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে শুরু হয় এই পুজো বা ব্রত। একটি মাটির সরা বা অন্য কোনও পাত্র মাটি দিয়ে ভর্তি করা হয়। তারপর সেই মাটি ভিজিয়ে ধান,যব,সরষে, ছোলা,মটরের দানা (কোনও কোনও অঞ্চলে অন্যান্য রবিশস্যের দানা) রোপণ করে ঘট বসিয়ে পুজো করা হয়। প্রতি রবিবার পুজোর সময় ঐ সরা বা পাত্রে গঙ্গাজল বা বিশুদ্ধ জল সিঞ্চন করা হয় যাতে শস্যদানাগুলো অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ছোট ছোট সজীব চারায় পরিণত হয়। কোনও কোনও জায়গায় হলুদ, মান, কচু, শুষনী, কলমী প্রভৃতি গাছ ও বটের ডাল সরা বা পাত্রের মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। পুজো করার পর ইতুর ব্রতকথা পাঠ বা শ্রবণ আবশ্যিক। যড়শীতি সংক্রান্তিতে পুজো শেষে বিকেলে নদী বা অন্য কোনও জলাশয়ে ইতু বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। তবে, আজকাল সময়াভাবে অনেকে একমাস ধরে পুজো না করে শুধু অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতেই পুজো করে ইতু বিসর্জন দেন। কোনও কোনও জায়গায় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ইতুদেবীকে নতুন চাল ও নতুন গুড় দিয়ে তৈরি পিঠে-পায়েস সাধ দেওয়ার রীতি আছে।

সাধারণত কুমারী ও বিবাহিতা নারীরা এই ব্রত পালন করেন এবং পৌরোহিত্যের কাজটিও তাঁরাই সামলান। একটি বোঁটাসমেত থোকা গাঁদা ফুল, আটটি দূর্ব্বা ও আটটি নতুন আতপচাল ইতুর ঘটে দিয়ে প্রণাম করতে হয়। শেষের দিন অর্থাৎ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে পুজোর পর ব্রতী দুপুরবেলা কলাপাতায় নতুন আতপচালের ভাত, ঘি ও নতুন আলু সেদ্ধ দিয়ে মেখে খান। তখন কোনও কথা বলা চলবে না। ঐদিন রাতে চালের কোনও জিনিস খাওয়া যায় না। সংসারের কল্যাণ কামনা, ধনবৃদ্ধি, কুমারীর পতিলাভ, বন্ধ্যা রমণীর পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে এই ব্রত পালন করা হয়। ইতুর ব্রত প্রকৃতপক্ষে সূর্যের উপাসনা। বিহারিদের ছটপুজোর মতো ইতুও সূর্যপুজোর

এক মেয়েলি সংস্করণ। ছট মাঈয়ের মতো ইতুও কিন্তু দেবী। অনেকে বলেন ইতুলক্ষ্মী। নারীই তো প্রকৃতি, শক্তির আধার। সেজন্যই বোধহয় সমস্ত জগতের অধিপতি সূর্যকে নারীরূপে কল্পনা করে পুজো করেন নারীরা। ঘেঁটুপুজোর মতো এটিও সহজ-সরল গ্রাম্য নারীর সূর্যপুজোর এক সহজতর পদ্ধতি। গ্রামীণ লোকসমাজের ঐকান্তিক কামনা বাসনার পূরণই এই ব্রতে মূর্ত।

সূর্যের বিভিন্ন নামের মধ্যে 'মিত্র' অন্যতম। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যের নাম মিত্র - 'মার্গশীর্ষে তপেন্মিত্র পৌষে বিষ্ণু সনাতন।' আর এই 'মিত্র' থেকেই 'ইতু' শব্দের উদ্ভব। মিত্র গ্ন মিত্তগ্ন মিত গ্ন মিতু গ্ন ইতু। পুজোর মন্ত্র - মিত্রায় নম। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, ক্ষ্মমিত্র কৃষকের মিত্রক্ষ্ম। হেমন্তে ঘরে ওঠে পাকা ফসল। পাকা শস্য প্রদান করে সবার মিত্রতা অর্জন করার জন্যই সূর্য এইসময় মিত্র নামে পূজিত হন। তাই এখনও অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার ঘরে ঘরে মিত্রপুজো বা ইতুপুজোর ব্যাপকতা দেখা যায়। ম্যাকডোনেল, মিত্রকে সূর্য বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'The somewhat scanty evidence of the veda showing that Mitra is a Solar deity is corroborated by the Avesta and persian religion in general. Hence Mithra is undoubtedly a sunéôégod or a god of light specially connected with the sun.' প্রসঙ্গত বলা যায়, সূর্যের অপর নাম রবি হওয়ায় রবিবারেই এই পুজো করা হয়।

ঋগ্বেদে মিত্র বৃষ্টিরও দেবতা। যাস্কের ব্যাখ্যানুসারে মিত্র জলবর্ষণকারী দেবতা। অতএব জলের কর্তা সূর্য। আর এইজন্যই জলাধিপতি বরুণের সঙ্গে মিত্রের অন্তরঙ্গতা। ঋগ্বেদে মিত্র ও বরুণের 'মিত্রাবরুণ' রূপে যে সাজুয্য ও সামীপ্য, তাতে সহজেই বোঝা যায় যে, উভয়েই একই দেবতার দুটি পৃথক রূপ। উভয় দেবতারই অস্ত্র পাশ। ঋগ্বেদের অনেক জায়গায় উভয়ে একত্রে স্তুত হয়েছেন। বলা হয়েছে, মিত্র ও বরুণ নদী বা সমুদ্রের অধিপতি। বরুণ যে সূর্য অথবা সূর্যাগ্নি তা ঋগ্বেদের অনেক জায়গায় স্পষ্টভাবে বলা আছে। মিত্র ও বরুণ সূর্যমণ্ডলেই বসবাস করেন। সূর্য, মিত্র ও বরুণের চোখ - 'চক্ষুমিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে'। সায়নাচার্য বলেছেন, মিত্র দিনের অধিষ্ঠিত দেবতা ও বরুণ রাত্রির দেবতা। মিত্র দিনের দেবতা ও বরুণ রাত্রির দেবতা হলে উভয়কেই সূর্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। দিন ও রাত্রির কর্তা যে সূর্যই। বরুণ বর্ষার আদিত্য যিনি আকাশ মেঘে ঢেকে দেন আর মিত্র হেমন্তে শস্য পরিপুষ্ট করে মরণ থেকে সর্বলোককে ত্রাণ করেন।

মিত্র উপাসনা ভারতের বাইরে ইরান, ইউরোপ ও রোমে প্রসারিত হয়েছিল এবং রোমে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। প্রাচীন পারস্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতা মিথ্র। একটি আবেস্তীয় গাথায় (আঃ খ্রিঃ পূঃ ৪৫০ অব্দ) মিথ্রের স্তুতি আছে। তিনি সত্য বা ন্যায়ের রক্ষক। কুষাণ সম্রাটদের মুদ্রায় মিইরো (Mirro) বা মিথ্রের মূর্তি অঙ্কিত আছে। পারস্যে আলোকের প্রতীক অহুর মজদ আর সূর্যদেবতা মিথ্রের মধ্যে অত্যন্ত মিল। মিথ্র উপাসনা একসময় গ্রেট ব্রিটেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটেনে পাঁচটি মিথ্র মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে।

এবার ফিরে যাই ইতুর ব্রতকথাতে। প্রথমে উমনো-ঝুমনো পুকুরপাড়েই কয়েকজন অল্পবয়সী মেয়েকে ইতুপুজো করতে দেখেন। তারপর উমনো-ঝুমনো স্নান করার জন্য পুকুরে নামলে পুকুরের জল শুকিয়ে যায় আর মাছেরা ছটফট করতে থাকে। তখন তাঁরা সেই মেয়েদের দেওয়া ইতুর ঘটের দূর্ব্বা পুকুরে ফেলতেই তা আবার জলে ভরে ওঠে। অর্থাৎ ইতুদেবীর কৃপায় জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হয়, মাছেরা প্রাণ পায়, মাঠ ভরে ওঠে শস্যে। এভাবেই ইতুদেবী আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে যমদুয়ার প্রশস্ত হতে দেন না। তাই ইতুর প্রণামমন্ত্রে আছে রোগমুক্তির কাতর প্রার্থনা।

আসলে সূর্যদেব আর জলাশয় হরিহর আত্মা। ইতুপুজো প্রকৃতপক্ষে মিত্রবন্দনার সাথে সাথে জলের আরাধনাও। কিন্তু, এখন নদী ও অন্যান্য জলাশয় চরম দুর্দশায় প্রাণসংশয়ে দিন কাটাচ্ছে। আমরা যে হাতে ইতুপুজো করি, সে হাতেই আবার জলাশয়ের উপর আঘাত হানি। দুর্বৃত্তদের লালসার শিকার নদীসহ বিভিন্ন জলাশয়। প্রোমোটারের অশুভ হাতের ছোঁয়ায় শুকিয়ে যাচ্ছে খাল, বিল, পুকুরের জল। দূষণে দূষণে নদীর প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। মাছসহ অন্যান্য জলজ জীবের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। নদীর বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইট, পাথর, বালি, সিমেন্টের দুর্দমনীয় দম্ভ। নদীপাড়ে মাটিমাফিয়াদের যথেচ্ছ দাপট। সাধারণ মানুষ নদীকে ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেছেন। সমস্ত জায়গায় পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিমজ্জনের বন্দোবস্ত আজও হয় নি। নদীকে বর্তমানে খোলা বাজারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদী আজ পণ্য।

এখন নদী, খাল, বিল, পুকুরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা বহুতল আবাসনের ঘরে ঘরে ঘটা করে তাঁর পুজো হচ্ছে দেখে স্বয়ং ইতুদেবী বোধহয় অলক্ষ্যে মুখ টিপে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন।

তথ্যঋণ

১) হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব) - হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

২) বারোমাসের মেয়েদের ব্রতকথা - পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন ও পণ্ডিত বামদেব ভট্টাচার্য কর্তৃক পরিশোধিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত

নতুন বছরে রাষ্ট্রের সাফল্য মাপা হোক নাগরিকের মুখের হাসি দিয়ে

মহম্মদ মফিজুল ইসলাম

নতুন বছর মানেই ক্যালেন্ডারের পাতা বদলানো, শুভেচ্ছা বিনিময়, আশার আলো জ্বালানো। কিন্তু বছরের এই বদল কি সত্যিই মানুষের জীবনে কোনও মৌলিক পরিবর্তন আনে? না কি নতুন বছরের আলোয় পুরনো ব্যর্থতাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে? প্রতি বছরই মানুষ নতুন প্রত্যাশা নিয়ে সামনে তাকায়, অথচ সেই প্রত্যাশার তালিকা খুব বেশি বদলায় না। কারণ মানুষের চাওয়াগুলো বিলাসিতা নয়, সেগুলো ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা; এই মৌলিক বিষয়গুলিই যে কোনও রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের ন্যায্য অধিকার। এগুলো পূরণ করা সরকারের দয়া নয়, এটি তার ভদ্রতা, দায়িত্ব এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। তবু নতুন বছর এলেও এই মৌলিক দাবিগুলিই বারবার থেকে যায় অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির খাতায়।

খাদ্যের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলে দেখা যায়, আজও দেশে খাদ্য সুরক্ষার আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত। একদিকে সরকারি গুদামে শস্যের পাহাড়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের থালায় অভাব। কাজের অনিশ্চয়তা, আয়ের বৈষম্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি মানুষের জীবনকে প্রতিদিন আরও কঠিন করে তুলছে। চাল, ডাল, তেল, সবজি; এই সাধারণ শব্দগুলো আজ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। বাজারের দরে নিয়ন্ত্রণ নেই, আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য নেই। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা খুব সরল; পেট ভরে খাওয়ার নিশ্চয়তা, ন্যায্য মূল্য, এবং এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বাঁচার লড়াইটাই সারাক্ষণের চিন্তা হয়ে না দাঁড়ায়।

বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রশ্নে এসে সেই একই অসঙ্গতি চোখে পড়ে। মাথার উপর ছাদ শুধু থাকার জায়গা নয়, তা মানুষের মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক। অথচ শহরের ফুটপাথ, বস্তি, নদীর পাড় বা রেললাইনের ধারে আজও লক্ষ মানুষ অনিশ্চিত জীবনে দিন কাটান। পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রকল্পের নাম বদলায়। উদ্বোধনের ফিতে কাটা হয়। কিন্তু বাস্তবে ঘরের চাবি পৌঁছয় না বহু মানুষের হাতে। উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ হয়। অথচ বিকল্প জীবনের রূপরেখা থাকে অস্পষ্ট। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা; বাসস্থান যেন কেবল প্রকল্পের স্লোগান না হয়ে সত্যিকারের অধিকার হয়ে ওঠে।

কর্মসংস্থানের সংকট নতুন বছরের প্রত্যাশার কেন্দ্রে থাকা সবচেয়ে বাস্তব প্রশ্ন। শিল্প কলকারখানা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্র; সবখানেই কাজের সুযোগ সংকুচিত হওয়া মানে শুধু বেকারত্ব নয়, সামাজিক অস্থিরতা। শিক্ষিত যুবকের হাতে ডিগ্রি আছে, কিন্তু কাজ নেই; এই পরিস্থিতি হতাশা, ক্ষোভ এবং অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। আরও ভয়াবহ বাস্তবতা হলো অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জীবন। নির্মাণ শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, গৃহকর্মী, দিনমজুর; এই মানুষগুলোর শ্রমেই অর্থনীতি চলে, অথচ সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিমা বা পেনশনের মতো মৌলিক নিশ্চয়তা তাঁদের কাছে এখনও দূরের স্বপ্ন। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা; কর্মসংস্থান হোক মর্যাদাপূর্ণ, শ্রমিক হোক নিরাপদ, আর উন্নয়নের সুফল পৌঁছাক শেষ সারির মানুষের কাছেও।

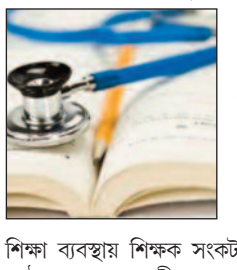

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য; এই দুই স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে একটি সমাজের ভবিষ্যৎ। কিন্তু বাস্তবে সরকারি স্কুল ও হাসপাতালের অবস্থা প্রশ্ন তোলে আমাদের অগ্রগতির দাবিকে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক সংকট, পরিকাঠামোর অভাব, পাঠ্যক্রমের সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার ফাঁক শিক্ষাকে ক্রমশ যান্ত্রিক করে তুলছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একই ছবি; হাসপাতালে শয্যার অভাব, ওষুধের ঘাটতি, চিকিৎসার খরচে পরিবার সর্বস্বান্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যের সংকট। বেকারত্ব, ঋণের বোঝা, সামাজিক চাপ ও একাকীত্ব মানুষকে ভিতর থেকে ভেঙে দিচ্ছে। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা; স্বাস্থ্য মানে শুধু হাসপাতাল নয়, মানসিক সুস্থতাও রাষ্ট্রের দায়িত্বের অংশ হোক।

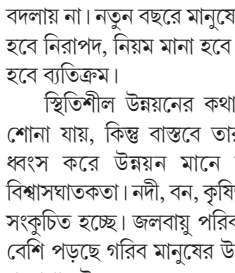

হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক মেরুকরণ, ধর্মীয় বিভাজন, সামাজিক বিদ্বেষ; এই সবকিছু মিলিয়ে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠছে। মতের অমিল গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ, কিন্তু সেই অমিল যদি ঘৃণায় রূপ নেয়, তাহলে সমাজের ক্ষতি অনিবার্য। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা; আইনের শাসন থাকবে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু সহিংসতা ও বিদ্বেষের কোনও জায়গা থাকবে না।

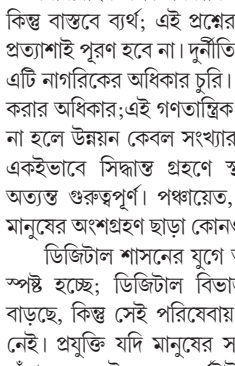

শিশু, নারী ও মহিলাদের সুরক্ষার প্রশ্ন নতুন বছরের প্রত্যাশার তালিকায় সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়গুলোর একটি। পরিসংখ্যান বদলালেও বাস্তবতা বদলায় না। আইন আছে, কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ; সচেতনতার কথা বলা হয়, কিন্তু সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন ধীর। নতুন বছরে মানুষের আশা; আইন হবে কঠোর, বিচার হবে দ্রুত, আর সমাজ হবে সংবেদনশীল।

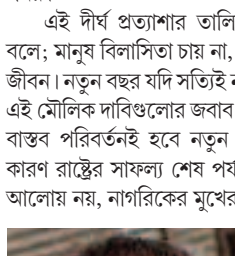

পথ নিরাপত্তার বিষয়টিও আজ আর অবহেলার জায়গা নয়। প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় অসংখ্য মানুষ। আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ দুর্বল; সচেতনতা আছে, কিন্তু অভ্যাস বদলায় না। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা; রাস্তায় চলাচল হবে নিরাপদ, নিয়ম মানা হবে বাধ্যতামূলক, আর দুর্ঘটনা হবে ব্যতিক্রম।

স্থিতিশীল উন্নয়নের কথা আজ প্রায় সব বক্তৃতায় শোনা যায়, কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ সীমিত। প্রকৃতি ধ্বংস করে উন্নয়ন মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। নদী, বন, কৃষিজমি; সবই উন্নয়নের চাপে সংকুচিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সবচেয়ে বেশি পড়ছে গরিব মানুষের উপর। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা; উন্নয়ন হবে এমন, যা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে।

এই সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রশ্ন। সরকারি প্রকল্প কেন কাগজে সফল, কিন্তু বাস্তবে ব্যর্থ; এই প্রশ্নের উত্তর না খুঁজলে কোনও প্রত্যাশাই পূরণ হবে না। দুর্নীতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, এটি নাগরিকের অধিকার চুরি। তথ্য জানার অধিকার, প্রশ্ন করার অধিকার;এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো শক্তিশালী না হলে উন্নয়ন কেবল সংখ্যার খেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। একইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় স্বশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চায়েত, পুরসভা বা ওয়ার্ড স্তরে মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনও উন্নয়নই টেকসই হয় না।

ডিজিটাল শাসনের যুগে আরও একটি নতুন বৈষম্য স্পষ্ট হচ্ছে; ডিজিটাল বিভাজন। অনলাইন পরিষেবা বাড়ছে, কিন্তু সেই পরিষেবায় পৌঁছানোর ক্ষমতা সবার নেই। প্রযুক্তি যদি মানুষের সহায়ক না হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে উন্নয়নের অর্থটাই বদলে যায়। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা; প্রযুক্তি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বঞ্চনার হাতিয়ার নয়।

সবশেষে আসে সমাজ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা। শাসন শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। গণমাধ্যম যদি প্রশ্ন না করে, নাগরিক যদি নীরব থাকে, তবে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। নতুন বছর মানে তাই শুধু সরকারের কাছে দাবি নয়, সমাজের নিজের কাছেও আত্মসমালোচনার সময়।

এই দীর্ঘ প্রত্যাশার তালিকা আসলে একটাই কথা বলে; মানুষ বিলাসিতা চায় না, তারা চায় ন্যূনতম মানবিক জীবন। নতুন বছর যদি সত্যিই নতুন হতে চায়, তবে তাকে এই মৌলিক দাবিগুলোর জবাব দিতে হবে। প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব পরিবর্তনই হবে নতুন বছরের প্রকৃত উদযাপন। কারণ রাষ্ট্রের সাফল্য শেষ পর্যন্ত মাপা হয় আতশবাজির আলোয় নয়, নাগরিকের মুখের হাসিতে।